রাঁচি, সোমবার
11:09:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>325 >>24 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩২৫ >> << ২৪শে, ভাদ্র ১৪৩০>>

কুচকাওয়াজ ও কূটনৈতিক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে উত্তর কোরিয়ার প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

পিয়ংইয়ংঃ উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন দেশটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আধা সামরিক গোষ্ঠীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এবং কূটনৈতিক বিনিময় করেছেন। সেখানে তিনি চীন ও রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক গভীর করার অঙ্গীকার করেছেন। পিয়ংইয়ংয়ের কিম ইল সুং স্কয়ারে কুচকাওয়াজ পর্যবেক্ষণ করেন কিম । সেখানে সফররত চীনা প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন বলেও শনিবার জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম কেসিএনএ। কুচকাওয়াজে ডেলিভারি ট্রাক এবং ট্রাক্টরের মধ্যে লুকানো রকেট লঞ্চারগুলি সৈন্য ও অস্ত্র বহন করে, যুদ্ধে গেরিলা যোদ্ধা হিসাবে মিলিশিয়াদের ভূমিকা তুলে ধরে। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং কৌশলগত যোগাযোগ ও কর্মপর্যায়ের সহযোগিতা জোরদারে আগ্রহ প্রকাশ করে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও কিমকে পাঠানো এক চিঠিতে বলেছেন, কোরীয় উপদ্বীপ ও উত্তরপূর্ব এশিয়ায় নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে দুই দেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করবে।

বাজার দর

SENSEX : 66598.91 +333.35
NIFTY : 19819.95 +92.91

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
31.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .56 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05 .33 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

আহত ইরানি বিক্ষোভকারীর বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিজয়ী হবেই

তেহরান (এজেন্সী) ঃ গত সেপ্টেম্বরে মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর বিক্ষোভে গুরুতর আহত কিয়ান দেরাখশান ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন ইরানের জনগণ শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে। সেই সাথে ইরানে নারী, জীবন, স্বাধীনতা এর পতাকায় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের একটি নতুন যুগের সূচনা হবে । ২২ বছর বয়সী আমিনি ২০২২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ইরানের নৈতিকতা পুলিশের হেফাজতে মারা যান। সঠিক ভাবে হিজাব না পরার কথিত অভিযোগে তাঁকে আটক করা হয়েছিল। তার মৃত্যুকে ঘিরে প্রতিবাদের স্লোগান হয়ে উঠেছেনারী, জীবন, স্বাধীনতা। ইরানে নারী অধিকার আদায়ের ভাষাও হয়ে উঠেছে এটি। সাক্ষাৎকারে কিয়ান ইরানের কুর্দি অঞ্চলে আমিনির শহর সাক্কেজে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২-এর ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ দেন। সেদিন - আমিনির শেষকৃত্যের দিন - তিনি নারী, জীবন, স্বাধীনতা স্লোগান দিয়ে জনতার সাথে যোগ দিয়েছিলেন। নিরাপত্তা বাহিনীর ছোড়া একটি কাঁদানে গ্যাসের ক্যানিস্টার তুলে নিয়ে তিনি এটি তাদের দিকে আবার ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। কিয়ানের মতে, ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের এজেন্টরা তাকে পেলেট গান দিয়ে প্রায় ১০০ টি গুলি করে। তাৎক্ষণিকভাবে, ঘটনাস্থলে থাকা লোকেরা তাকে নিকটবর্তী একটি ক্লিনিকে এবং শাফা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় । পরবর্তীতে তাবরিজের একটি হাসপাতালে নিয়ে একাধিক অস্ত্রোপচার করা হয়। তিনি ১৮ দিন ধরে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে ছিলেন। কিয়ান বলেন, তার ডান হাতের হাড়ের মধ্যে একটি গুলি স্নায়ুকে আঘাত করেছে। তার মেরুদণ্ডের কাছে আরও দুটি গুলি আঘাত হানে, যার ফলে তীব্র এবং ক্রমাগত ব্যথা হয়। তাছাড়া তার ডান চোখের দৃষ্টি শক্তি কিছুটা হ্রাস পায়। ব্যথা উপশমে তিনি নিয়মিত ওষুধ খাচ্ছেন। কিয়ান বলেন, হাসপাতাল ছাড়ার পর থেকে কর্তৃপক্ষ তাকে বারবার তলব করেছে ও হুমকি দিয়েছে। নৈতিকতা পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় আমিনির মৃত্যুর পরে জনসাধারণের বিক্ষোভ গত ৪৪ বছরে ইসলামী প্রজাতন্ত্র সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সমালোচনামূলক চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি।

দিল্লিতে জি২০ বৈঠক শেষ, এবার সভাপতি ব্রাজিল

নয়া দিল্লি ঃ দিল্লিতে জি২০ শীর্ষসম্মেলন শেষ হলো। প্রধানমন্ত্রী মোদী এর সভাপতিত্বের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দিলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টের হাতে।

তবে মোদী জানিয়েছেন, আগামী নভেম্বর পর্যন্ত ভারতই জি২০'র সভাপতি থাকবে। তখন একটা ভার্চুয়াল শীর্ষবৈঠক করার প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী। তা গৃহীত হয়েছে। সেই বৈঠকে আলোচনার হবে এই শীর্ষসম্মেলনের পর্যালোচনা করা হবে। ফলে জি২০'র সভাপতি দেশ হিসাবে ভারত আরো একটি ভার্চুয়াল শীর্ষবৈঠক করবে।

নতুন সভাপতি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা বলেছেন, ''আমরা এখনও এমন একটা সময়ে বাস করি, যেখানে লাখ লাখ মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে। যেখানে স্থায়ী উন্নয়নকে বিপদের মুখে পড়তে হয়। তবে আমরা এই সব সমস্যার মোকাবিলা করতে পারব, যদি আমরা অনৈক্য দূর করতে পারি। আয়, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, খাদ্য, লিঙ্গ, ও জাতিগত অনৈক্য দূর করতে হবে।''
আর মোদী বলেছেন, আফ্রিকান ইউনিয়নের জি২০ সদস্য হওয়াটা খুবই বড় ব্যাপার।
মোদী জানিয়েছেন, ''জাতিসংঘের মতো সংগঠনগুলিকে সময়ের বাস্তবতা মেনে নিয়ে বদল করতে হবে। যারা সময়ের সঙ্গে বদলায় না, তাদের প্রাসঙ্গিকতা শেষ হয়ে যায়।''

জি২০ শীর্ষসম্মেলনের পর রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাভরভ বলেছেন, তিনি খুশি, এই সম্মেলন ইউক্রেন কেন্দ্রিক হয়নি। তিনি বলেছেন, ভারত যেভাবে জি২০'র সভাপতি হিসাবে কাজ করেছে, তাতেও রাশিয়া খুশি। এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যতের মন্ত্র রাশিয়াও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেখানে দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়।

চীনের অশান্ত জিনজিয়াংয়ে রাষ্ট্রসমর্থিত পর্যটনের বিকাশ

বেইজিং ঃ অশান্ত জিনজিয়াংকে পর্যটন স্বর্গে রূপান্তরিত করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টা চলছে। এর পথ ধরেই পুরাতন কাশগরের বাজারগুলোর কাবাবের দোকানগুলোতে চীনা পর্যটকদের ভীড় বেড়েই চলেছে। উইঘুরের পণ্য কেন্দ্রিক সংস্কৃতিকে উপজীব্য করে সেখানে পর্যটন চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টা চলছে। কাশগর ছিল প্রাচীন সিল্ক রোডের এক মরুদ্যান। সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বেইজিংয়ের সন্ত্রাসবিরোধী ঢালাও অভিযানের সময় প্রথম সারিতে ছিল এই অঞ্চল। শহরটির উপকণ্ঠকে এক সময়ে ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টি ভোকেশনাল স্কুল নামে অভিহিত করতো । কিন্তু পশ্চিমা গবেষকরা এটিকে মুসলমানদের জন্য বিচারবহির্ভূত আটক শিবির হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে যুক্তরাষ্ট্র একে দেশটির গণহত্যার নীতির সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করছে। উইঘুর ঐতিহ্য এবং জীবনযাত্রার উপর বছরের পর বছর ধরে আক্রমণের পরে, বর্তমানে এই অঞ্চলে সরকার দেশি এবং বিদেশী ভ্রমণকারীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। তারা তাদের সংস্কৃতির একটি রাষ্ট্রঅনুমোদিত সংস্করণ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে সেখানে অর্থ ব্যয় করছে। সম্প্রতি এএফপির সাংবাদিকরা পুরাতন কাশগর পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন, হাজার হাজার পর্যটক রাস্তার পাশে সিল্ক স্কার্ফ ও গরম নান বিক্রির দোকানগুলিতে ভিড় জমিয়েছেন। অন্যান্য দর্শনার্থীদের দেখা যায়, হাল্কা হলুদ ঈদ কাহ মসজিদের সামনে সেলফি তুলছেন। চীনের হান সংখ্যাগরিষ্ঠ নৃগোষ্ঠীর সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় উইঘুর ট্যুর গাইড দর্শনার্থীদের বলেন, পুরোনো শহরটি কাশগারের হৃদয় এবং আত্মা, যার দীর্ঘ ইতিহাস, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং অনন্য স্থাপত্য রয়েছে। কয়েক বছর আগে উইঘুর নারীদের মাথায় কাপড় দেওয়া এবং পুরুষদের লম্বা দাড়ি বাড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা সত্ত্বেও ঐতিহ্যবাহী পোশাকই এখানে জনপ্রিয় । বিস্তৃত এই বাজার, যেখানে হাজার হাজার ব্যবসায়ী একসময় কাপড়, মশলা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি করত, গত বছর কর্তৃপক্ষ তা ধ্বংস করে দেয় বলে জানা গেছে। সরকারের উন্নয়ন অভিযানের অংশ হিসাবে সাম্প্রতিক দশকগুলিতে পুরানো শহরটির বেশিরভাগ অংশ ভেঙে ফেলা হয় এবং কিছু অংশ পুনর্নির্মাণ করা হয়।

জি২০ সামিট ঃ ভারতীয় মেনু, সোনার জলের রুপোর পাত্র, বাজরার রমরমা - নজরকাড়া অতিথি আপ্যায়ন রাজধানীতে

নয়াদিল্লি ঃ ভারতীয় সংস্কৃতি 'বসুধৈব কুটুম্বকম' মন্ত্রে বিশ্বাসী। রাজধানী দিল্লিতে জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের মূলেও রয়েছে এই ভাবনা। এই সম্মেলনের অতিথি তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো রাষ্ট্রপ্রধানরা রয়েছেন। অতিথিদের আপ্যায়নে কোনওরকম ত্রুটি রাখতে চাইছে না মোদী সরকার। রাজধানীতে জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে অতিথি আপ্যায়ন পর্ব তাই আক্ষরিক অর্থেই নজর কাড়া।
নয়া দিল্লির প্রগতি ময়দানে শনিবার ৯ অগাস্ট থেকে শুরু হয়েছে সম্মেলন। চলবে রবিবার ১০ অগাস্ট পর্যন্ত। দু'দিনের এই সম্মেলনে বিভিন্ন বেলায় রাষ্ট্রপ্রধানদের সামনে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভারতের নানা প্রান্তের নানা মনোহর পদ। টক ঝাল নোনতা মিষ্টির ভারসাম্য থাকছে সেখানে। শুধু স্বাদ নয়, স্বাস্থ্যের দিকেও পুরো নজর রয়েছে। তাই মেনুতে বাজরার রমরমা।
চলতি বছরটি ভারত আন্তর্জাতিক বাজরা বছর হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দিয়েছিল। যা জাতিসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত হয়। সেই কারণেই অতিথিদের খাবারেও থাকছে বাজরার আধিক্য। ভারতেও একাধিক জায়গায় এই স্বাস্থ্যকর শস্যের চাহিদা বেড়েছে গত কয়েক বছরে। ভারতের আবহাওয়ায় এই ফসলের চাষ যথেষ্ট ভাল হয়। সমস্ত বিষয়গুলি মাথায় রেখেই অতিথিদের খাবারের প্রধান উপকরণ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে বাজরা।
জি২০র প্রধান সভাপতি মুকেশ পরদেশী বলেন, বাজরা দিয়ে তৈরি নানাধরনের খাবার শুধুমাত্র ভারতে রান্না সম্পর্কিত ঐতিহ্যকেই যে অতিথিদের সামনে তুলে ধরবে তাই নয়, বরং জি২০'র যে মূল বিষয়, 'বসুধৈব কুটুম্বকম' অর্থাৎ সারা পৃথিবীই পরমাত্মীয় সেই বিষয়বস্তুকেও আরও স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করবে।
অতিথিদের সোনার জল করা রুপোর থালা বাটিতে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। জয়পুরের একটি ফার্মে প্রায় ২০০ জন কারিগর ১৫ হাজারের বেশি রুপোর পাত্র তৈরি করেছেন। জয়পুরের ফার্ম থেকে তৈরি হয়ে এই পাত্রগুলি নিয়ে আসা হয়েছে দিল্লির একাধিক বিলাসবহুল হোটেলে। সেখানেই শনি ও দয় জমকালো মধ্যাহ্নভোজ এবং নৈশভোজে পাত্রগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে।

মতপার্থক্য রাশিয়ার উপর ইউক্রেনের আক্রমণের কারণে মানুষ কষ্ট পাবে না

রুশ নেতাদের ট্রাইব্যুনালের জন্য চাপ কিয়েভের

কিয়েভ ঃ রুশ নেতাদের বিচারের জন্য আদালত গঠনে অগ্রগতির অভাবের নিন্দা করেছে ইউক্রেন। এদিকে, রোববার ভোরে কিয়েভ জুড়ে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

রুশ নেতাদের বিচারের জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল গঠনের অগ্রগতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে ইউক্রেন। এছাড়াও রাশিয়ার স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর নিয়েও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে না বলে জানিয়েছে তারা।
ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিমিত্রো কুলেবা বলেছেন, দুর্ভাগ্যবশত, আমরা দুটো বিষয়ে এক ধরনের অচলাবস্থার মধ্যে রয়েছি। প্রথম ইস্যুতে আমাদের মতপার্থক্য রয়েছে এবং দ্বিতীয় বিষয়ে স্পষ্টতই ইচ্ছার অভাব রয়েছে।
তিনি বলেছিলেন জি৭ গ্রুপ একটি হাইব্রিড ট্রাইব্যুনালকে সমর্থন করেছে যা ইউক্রেনীয় আইনের ভিত্তিতে হবে। যেখানে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, প্রধানমন্ত্রী মিখাইল মিশুস্টিন বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়ার দাবি করা হবে। নইলে রুশ নেতাদের কোনো বিচারই হবে না।
ইউক্রেনের প্রসিকিউটর জেনারেল অ্যান্ড্রি কোস্টিনবলেছেন, বিবাদীর বেঞ্চে পুটিন ছাড়াই ট্রাইব্যুনাল হবে,এটা কোনো ইউক্রেনীয়কে বোঝানো অসম্ভব।
কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিটশ্চকো বলেছেন, কিয়েভে রুশ বিমান হামলা আটকাতে ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়োজিত হয়েছে।
বাখমুত শহরের কাছে গোলাবর্ষণে একজন স্প্যানিশ সাহায্যকর্মী নিহত হয়েছে বলে স্পেনের সরকার জানিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোসে মানুয়েল আলবারেস নয়াদিল্লিতে জি২০ সম্মেলনের ফাঁকে বলেছেন, একটি গাড়িতে প্রজেক্টাইল দ্বারা হামলা করা হয়েছে। সেখানে স্পেনের নাগরিক ওই এনজিও কর্মী ইউক্রেনে মানবিক সহায়তা দেয়ার কাজ করছিলেন।
আলবারেস বলেন, আমাদের মৌখিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে, তাকে হত্যা করা হয়েছে।'' স্প্যানিশ পত্রিকা এল মুন্দো জানিয়েছে যে স্প্যানিশ নারী একটি এনজিওর প্রধান ছিলেন। সংবাদপত্রটি জানিয়েছে, গাড়িতে আগুন লেগে একজন কানাডিয়ানও নিহত হয়েছে। একজন জার্মান এবং একজন সুইডিশ নাগরিক আহত হন।

ইউক্রেন জানিয়েছে, কিয়েভকে লক্ষ্য করে ছোড়া দুই ডজনড্রোন রাতারাতি গুলি করে মাটিতে নামানো হয়েছে।
কিয়েভ সিটি মিলিটারি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান সের্গি পপকো মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম টেলিগ্রামে লিখেছেন, ড্রোনগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে এবং বিভিন্ন দিক থেকে রাজধানীতে প্রবেশ করেছে।
ড্রোনের সংখ্যা ইউক্রেনের বিমানবাহিনী ঘোষণা করবে বলে জানান পপকো। ড্রোনের সংখ্যা দুই ডজনেরও বেশি হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।
রোববার ইউক্রেনেররাজধানী জুড়ে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দশোনা গিয়েছে। যদিও হামলা প্রতিহত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেন। মেয়র ভিটালি ক্লিটসকো টেলিগ্রামে লিখেছেন, ড্রোন এখনও কিইভের দিকে যাচ্ছে!
রয়টার্স সংবাদ সংস্থার একজন সাংবাদিক অন্তত পাঁচটি বিস্ফোরণের কথা শোনার কথা জানিয়েছেন, যেখানে ফরাসি এএফপি সংবাদ সংস্থার সাংবাদিক দশটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনার কথা জানিয়েছেন।
ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ স্ভিয়াতোশিনিস্কি, শেভচেনকিভস্কি এবং পোডিল জেলায় পড়েছিল বলে জানান মেয়র। প্রাথমিক তথ্যের বরাত দিয়ে একজন আহত হয়েছেন বলেও জানান তিনি।

শনিবার গোয়েন্দা প্রধান কিরিলো বুদানভ বলেছেন, রুশ ভূখণ্ডে ইউক্রেনের মূলত সামরিক লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করছে। সমস্ত লক্ষ্যগুলো সামরিক শিল্প কমপ্লেক্সের অংশ বলে জানান বুদানভ। তিনি বলেন, ''রাশিয়ানদের থেকে এখানেই ইউক্রেনীয়রা আলাদা।''
কিয়েভে আলোচনা চলাকালীন বুদানভ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে রাশিয়ার উপর ইউক্রেনের আক্রমণের কারণে মানুষ কষ্ট পাবে না। তার কথায়, প্রতিষ্ঠানগুলি পুড়ে গিয়েছে, উচ্চ প্রযুক্তির মেশিনগুলি পুড়েছে, সেখানে বিস্ফোরণ হয়েছে। বড়মাপের নাশকতার ব্যবস্থা রয়েছে।''
এদিকে, রুশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে ইউক্রেনের কয়েকটি হামলায় বেসামরিক মানুষ হতাহত হয়েছেন।
যুদ্ধের শুরুতে রুশ ভূখণ্ডে কিয়েভের আক্রমণ বিরল ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তা তীব্রতর হচ্ছে।
একটি পোলিং ইনস্টিটিউট দ্বারা জরিপ করা ইউক্রেনীয়দের ৯০ শতাংশ বিশ্বাস করেন রাশিয়ার দখলকৃত সমস্ত ইউক্রেনীয় অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম কিয়েভ, মাত্র ছয় শতাংশ বিশ্বাস করে যে এটি সম্ভব নয়।
জার্মান সংবাদপত্র বিল্ড আম সনটাগের জন্য পরিচালিত জরিপে বলা হয়েছে, উত্তরদাতাদের ৮৩ পরের বছর আরেকটি পাল্টা হামলার দাবি করেছেন, যদি না এই বছরের পাল্টা হামলা যথেষ্ট সফল না হয়। উত্তরদাতাদের মাত্র ৩০ শতাংশ রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি আলোচনা চেয়েছেন, যেখানে ৬৩ শতাংশ আলোচনা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

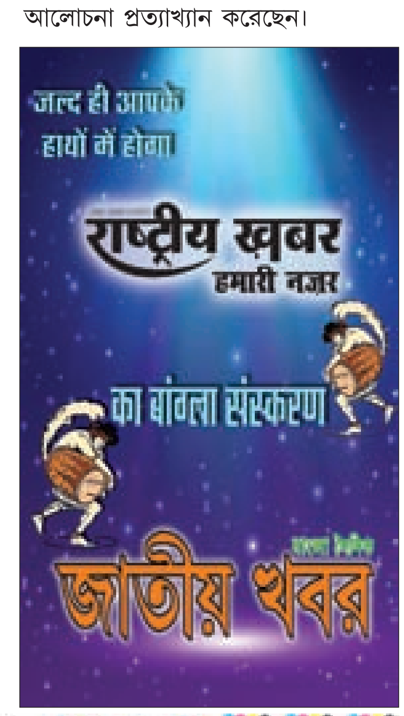

হাতির উপদ্রবে বহু বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে, মালামাল নষ্ট হয়েছে

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার দুটি ভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটি বাড়ি ধ্বংস করেছে হাতিরা।দুটি ভিন্ন জায়গায় হাতির হানায় ভাঙ্গল বাড়ি ঘর । মাদারী হাটের জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দুটি বুনো দাঁতাল হাতি বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হামলা চালায় উত্তর ছেকামারী এলাকায়।ভেঙে দেয় রবি ওঁরাও এর তিনটি পাকা ঘর।ঘরে থাকা টিভি সমেত অন্যান সামগ্রিরও ক্ষতি সাধন করে। পাশাপাশি ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানের হাটখোলা লাইনে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি হাতি তাণ্ডব চালায়। জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট চা বাগানের হাটখোলা লাইনের জীবন খাড়িয়ার বাড়িতে হাতি হানা দিয়ে ঘর ভেঙে দেয়। শুধু তাই নয়, ঘরে মজুত রাখা চাল সাবার করে দেয় হাতিটি। পাশাপাশি বাসনপত্র ভেঙে চুরমার করে দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত ওই পরিবারটি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আচমকাই হামলা চালায় ওই হাতিটি। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাণ্ডব চালিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায় সে। এই ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই এলাকায়।

মালদার কলেজ ছাত্রীকে প্রায় ৪২ বার ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে খুন করে অভিযুক্ত যুবক, দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসি সাজা শোনালো বহরমপুর আদালত

মালদা ঃ মালদার কলেজ ছাত্রীকে বহরমপুরের প্রকাশ্য রাস্তায় প্রায় ৪২ বার ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছিল অভিযুক্ত যুবক সুশান্ত চৌধুরী। ঘটনার দেড় বছরের মাথায় অবশেষে সেই অভিযুক্ত সুশান্ত চৌধুরীকে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসি সাজা শোনালো বহরমপুর আদালত । আর এই ফাঁসির সাজা বৃহস্পতিবার বিকালে ঘোষণা হতেই মালদার কলেজ ছাত্রীর বাড়িতে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছে। বিচার ব্যবস্থাকে দুইহাত তুলে সাধুবাদ জানিয়েছেন মৃত ছাত্রীর পরিবার। যদিও ওই মৃত ছাত্রীর বাবা এবং মা দুজনেই গিয়েছিলেন বহরমপুরে মেয়েকে খুনের চূড়ান্ত সাজা শোনার জন্য। ফলে তার পরিবারে কয়েকজন আত্মীয়স্বজন থাকলেও তারা চোখের জলে আদালতের এই বিচার ব্যবস্থাকে দুইহাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন এতদিনে তাদের মেয়ে সুতপা চৌধুরী (২০) আত্মার শান্তি পেল। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার অভিযুক্ত সুশান্ত চৌধুরীকে মালদার ছাত্রী সুতপা চৌধুরীর খুনের দোষী প্রমাণিত করেছিল বহরমপুর আদালত। এরপর বৃহস্পতিবার বিকেলে সুশান্ত চৌধুরীকে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে বহরমপুর আদালত বলে জানিয়েছেন মৃতের পক্ষের আইনজীবী। বলাবাহুল্য, ২০২২ সালের ২ মে রাতে বহরমপুরের কাপ্তানীয় এলাকার একটি গলির রাস্তায় সুতপা চৌধুরীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কমপক্ষে ৪২ বার কুপিয়ে খুন করে অভিযুক্ত যুবক সুশান্ত চৌধুরী। সেই খুনের ঘটনার সময় এলাকার কিছু মানুষ মোবাইলে ভিডিও করে সেই ছবি ভাইরাল করেছিল। এমনকি এলাকার বাসিন্দারা অভিযুক্ত সুশান্ত চৌধুরীকে ধরার চেষ্টা করলেও, সেই সময় সুশান্ত চৌধুরী বন্দুক দেখিয়ে পাড়াপ্রতিবেশীদের ভয় দেখায়। এই খুনের ঘটনার পর অভিযুক্ত যুবক সুশান্ত চৌধুরী পালিয়ে গেলেও, কিছুদিনের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। তারপর থেকেই শুরু হয় খুনের মামলা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার কালিয়াচক থানার রাজনগর এলাকার বাসিন্দা স্বাধীন চৌধুরী। পেশায় হাই স্কুল শিক্ষক। তার বড় মেয়ে সুতপা চৌধুরী। গত দশ বছর আগে রাজনগর এলাকা থেকে স্বাধীনবাবু তার দুই মেয়ে এবং স্ত্রী পাপুলি চৌধুরীকে নিয়ে মালদা শহরের এয়ারভিউ কমপ্লেক্স এলাকায় ভাড়া বাড়ি নিয়ে থাকতে শুরু করে। সুতপা চৌধুরী বহরমপুর কলেজ থেকেই পড়াশোনা করছিল। সেই জন্য বহরমপুরের একটি এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকতো সে। অন্যদিকে, ধৃত যুবক সুশান্ত চৌধুরী কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে মালদার গৌড় কলেজে পড়াশোনা করতো। বিহারের পাটনাতে পড়াশোনার নাম করে তার যাতায়াত ছিল। মালদা শহরে সুতপাদের বাড়ির সামনেই রয়েছে সুশান্তর এক পিসির বাড়ি। পড়াশোনার জন্য সুশান্তও সুতাপার বাড়ির পাশে পিসির বাড়িতে থাকত। আর সেখান থেকেই দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয় বলে তদন্তে জানতে পারে পুলিশ। এই সম্পর্কের কথা সুতাপার পরিবার জানত। কিন্তু তা মেনে নেননি পরিবারের লোকজন। পরিবারের অমতে গিয়ে সম্পর্ক বজায় রাখতে অস্বীকার করে সুতাপা। সেই কারণেই এমন পরিণতি সুতাপার ঘটায় অভিযুক্ত সুশান্ত চৌধুরী। যদিও এদিন ফাঁসির সাজা শোনার পর মুখে রুমাল বাধা অবস্থায় নির্বিকার বহরমপুর আদালত থেকে বেরিয়ে পুলিশের তদারকিতে সংশোধনাগারে চলে যায় সুশান্ত চৌধুরী। তার মুখ থেকে কোনরকম শব্দ শোনা যায় নি । তবে মৃতের ছাত্রীর পক্ষে আইনজীবী জানিয়েছেন, সুতপাকে না পেয়েই প্রকাশ্য রাস্তায় এভাবে ৪২ বার ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছিল সুশান্ত চৌধুরী। এমন কি ওই ছাত্রীকে কোপানোর সময় নিজের হাতে কেটে যায় সুশান্তের। সেই সময় নির্বিকার ভাবেও কুপিয়ে গিয়েছিল সুশান্ত। এরকম নৃশংস হত্যাকাণ্ড আদালতের কাছে নজিরবিহীন। তাই প্রথম থেকেই আমরা অভিযুক্তের ফাঁসির দাবী জানিয়ে এসেছিলাম। আজকে সেই ফাঁসির সাজা ঘোষণা করেছে মহামান্য আদালত।

শিলিগুড়িতে বিজেপির রাখি বন্ধন কর্মসূচিতে সামিল শুভেন্দু অধিকারী

শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ির বাগডোগরায় বিজেপির রাখি বন্ধন কর্মসূচিতে যোগ দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাগডোগরা এলাকায় বিজেপি রাখি বন্ধন অনুষ্ঠান কর্মসূচিতে যোগ দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিজেপির নারী মোর্চার নেতৃত্বরা শুভেন্দু অধিকারী কে কাছে পেয়ে তার হাতে রাখি পরিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

সারা বছর শহর রক্ষাকারী পুলিশ ভাইদের হাতে রাখি বাঁধলেন তৃতীয় লিঙ্গের বোনেরা

শিলিগুড়ি ঃপুলিশ দাদারা সারা বছরই শহরের ভাই বোনেদের রক্ষা করে সেই বার্তা দিয়েই বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি থানার পুলিশ কর্মীদের রাখি পরলো তৃতীয় লিঙ্গের বোনেরা। জানা গিয়েছে জলপাই মোড় এলাকায় বসবাস ওই তৃতীয় লিঙ্গের মহিলাদের। এদিন তারা থানায় এসে সমস্ত পুলিশ কর্মীদের হাতে রাখি পরিয়ে তাদের মঙ্গল কামনা করেন পাশাপাশি মিষ্টিমুখও করান।

আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এদিন তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা

কোচবিহার ঃ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাই। দিনহাটার ভেটাগুড়ি দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রয়াস স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অফিসে বৃহস্পতিবার তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। প্রয়াস স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এদিন তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। আন্দোলনকারী মহিলারা দের দাবি ১৫ বছর ধরে এই কমিটি নানাভাবে আর্থিক কেলেঙ্কারি করে চলছে।বর্তমান কমিটিকে সরিয়ে নতুন কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়ার দাবি জানায় তারা। বিক্ষুব্ধ মহিলারা সদস্যরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান।

চারফুটের চন্দ্রবোড়া সাপ উদ্ধার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ শনিবার দুবরাজপুর ব্লকের মানসায়ের গ্রামীণ হাসপাতালের লেবার রুমের পাশে স্টোররুম থেকে চারফুটের চন্দ্রবোড়া সাপ উদ্ধার করা হয় । উদ্ধার করে সর্পবিদ অমিত শর্মা । অমিত শর্মা বলেন, চারফুটের চন্দ্রবোড়া সাপ উদ্ধার করে বন দপ্তরের রেঞ্জার বড়োবাবুর সাহায্যে অনুকূল পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হবে । পাশাপাশি সাপ না মারা, গুঞ্জনে কান না দেওয়ায় সতর্কতা বার্তা দেয় সর্পবিদ অমিত শর্মা ।

অভিনব উদ্যোগ সিউড়ির স্কুলে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ পড়ুয়াদের সার্বিক মান যাচাইয়ে অভিনব উদ্যোগ নিল সিউড়ির পাবলিক অ্যান্ড চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাইস্কুল । প্রত্যেক পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীরা কোন অবস্থায় আছে তা বুঝতে অভিভাবকদের হাতে পরীক্ষার খাতা তুলে দেওয়া হল বিদ্যালয়ের তরফে । বিদ্যালয়ের ত্রুটি ও পড়ুয়াদের ত্রুটি সংশোধনে যাতে অভিভাবকরা প্রয়োজনীয় জনীয় পরামর্শ দেন, তারজন্য একটি সাজেশন বুকও চালু করা হয়েছে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ।

রাতে জল পরিদর্শনে চেয়ারম্যান

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ জলকষ্টে ভুগছে প্রাচীন শহর সিউড়ি । জল পরিষেবা ঠিকমতো পাচ্ছে কিনা দেখতে নয় সেপ্টেম্বর শনিবার রাতে হঠাৎ পরিদর্শন করেন সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় । একনং পাম্প,জলঘর ঘুরে দেখে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন । চেয়ারম্যান বলেন, এইরকম হঠাৎ হঠাৎ করে পরিদর্শনে আসবো যাতে দেখবো কর্মীরা ডিউটি করছে কিনা ।

মুখ্যমন্ত্রীর হেলিপ্যাডের অবতরণের জায়গা দখল বোলপুরে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বোলপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার অবতরণ করার জায়গা হেলিপ্যাড দখল হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে । পাশাপাশি নোংরা ফেলার অভিযোগ উঠেছে পৌরসভার বিরুদ্ধে । বিজেপি কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা বলেন, বোলপুরে স্বয়ং দলনেত্রীর হেলিকপ্টার অবতরণের জায়গাটাই অর্ধেক দখল করে নিয়েছে তৃনমূলের স্থানীয় কিছু প্রোমোটার এবং তোলাবাজ নেতারা । মনিং ওয়ার্ক করতে এসে দেখলাম আশপাশটা ভরে গিয়েছে আবর্জনায় দুর্গন্ধে পারিপার্শ্বিক এলাকা । পিছনে চড়ছে গোরু । হেলিপ্যাডের পাশের জায়গা ছেড়ে রাখতে হয় কিন্তু সেটাও তৃনমূলের ভাইয়েরা দখল করে নিয়েছে । তৃনমূলের কাছে অর্থই সব । অন্যের জায়গা দখল করে নেওয়া সেটা অন্য মাত্রা পেলো ।

রামপুরহাটে একরাতে দুই মন্দিরে চুরি চাঞ্চল্য

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃশনিবার রাতে রামপুরহাট থানার কাবিলপুর গ্রামে শ্রীশ্রী রাধা মদনমোহন জীউ মন্দির এবং হনুমান মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটে । রবিবার সকালে ঘটনার খবর চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । রাধা মদনমোহন বিগ্রহের সোনা ও রুপোর সমস্ত গয়না সহ অন্যান্য দামি সামগ্রী এবং হনুমান মন্দিরের তালা ভেঙ্গে মন্দিরে থাকা প্রনামী বাক্স থেকে টাকা চুরি করেছে চোরেরা বলে গ্রামবাসীদের দাবি । মিঠু মুখ্যাজী বলেন, জন্মাষ্টমী শেষ হয়ে যাওয়ার পর মন্দিরে বিগ্রহের শরীরে গয়না ছিল । রাধা মদনমোহন জীউ মন্দির পাঁচশো বছরের বেশি পুরানো । মদের ঠেক, গাঁজার ঠেক বেড়েছে । লতিকা দাস বলেন, হনুমান মন্দিরের প্রনামী বাক্স থেকে পাঁচ ছয় হাজার টাকা চুরি হয়েছে । এই প্রথম গ্রামের মন্দিরে চুরি হলো । সকালে পুলিশ এসেছিল । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ ।

সাংগাঠনিক দুর্বলতা স্বীকার করতে শিখুন নাহলে ধূপগুড়ি হবে বিস্ফোরক অনুপম হাজরা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃবোলপুর সাংগাঠনিক জেলার উদ্যোগে রবিবার বিকালে ইলামবাজার ব্লকের জয়দেব কেন্দুলী এলাকায় জনসভা করে বিজেপি । জনসভায় বিজেপি কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা বলেন, দলের লোক যদি সবাইকে নিয়ে কাজ না করে তাহলে দলের লোককেও শিক্ষা দেওয়া হবে সারা জীবন মনে রাখবে । তৃণমূল নেতাদের জন্য দরজা খোলা আছে ফেসবুকে দেওয়া আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন । কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনে গুড বয় না সেজে সাংগঠনিক দুর্বলতা স্বীকার করতে শিখুন তা নাহলে আবার ধূপগুড়ি হবে । পুলিশের কাজ এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা, পুলিশের কাজ তোলা তুলে তৃণমূল ব্লক সভাপতিদেরকে মাসের শেষে দেওয়া নয় । আসানসোল সাংগাঠনিক জেলা ইনচার্জ রামকৃষ্ণ রায়, বোলপুর সাংগাঠনিক জেলা সভাপতি সন্ন্যাসীচরন মন্ডল সহ বিজেপি নেতা কর্মী সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন ।

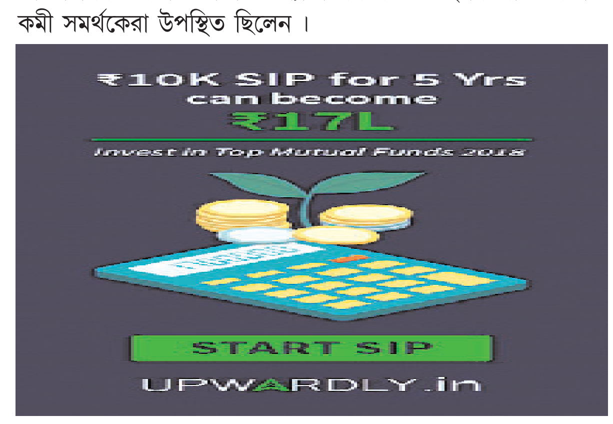

পুলিশ দিবসে উত্তর দিনাজপুরে বাল্যবিবাহ, মানব পাচার ও সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে

উত্তর দিনাজপুর ঃ পুলিশ দিবস উপলক্ষে এক অভিনব উদ্যোগ নিল চাকুলিয়া থানার পুলিশ। শুক্রবার চাকুলিয়া থানার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে শকুন্তলা হাই স্কুলে বাল্য বিবাহ, মানব পাচার ও সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও সৌম্যনন্দ সরকার চাকুলিয়া থানার আই সি পিনাকী সরকার সহ একাধিক পুলিশের কর্তারা। মূলত এই কর্মসূচির মাধ্যমে পড়ুয়ারা যাতে সচেতন হয় সেই দিকে লক্ষ্য করে এই সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় চাকুলিয়া থানার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

শিল্পে বাঁধা দিচ্ছে একদল দুষ্কৃতী, অভিযোগ তুলে সাংবাদিক বৈঠক শিল্পদ্যোগীদের

শিলিগুড়ি ঃ শিল্পে বাঁধা দিচ্ছে একদল দুষ্কৃতী।এমনই অভিযোগ তুলে ধরল নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন। শুক্রবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে একাধিক অভিযোগ তোলেন সংগঠনের সদস্যরা।এনিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ স্থানীয় জেলা পুলিশ প্রশাসনের কাছেও লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলে জানান সংগঠনের সদস্যরা।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় চাইছেন শিল্পদ্যোগীরা রাজ্যে এসে বিনিয়োগ করুক। মুখ্যমন্ত্রীর সেই ডাকে সাড়া দিয়েই অসম থেকে এক শিল্পদ্যোগী শিলিগুড়ি লাগোয়া রাজগঞ্জ ব্লক এলাকায় কারখানা খুলেছেন। শুরুতে সব ঠিকঠাক থাকলেও সম্প্রতি একদল দুষ্কৃতির দৌরাত্ম্যে সমস্যায় পড়েছেন ওই কারখানার মালিক।

রাজবংশী সম্প্রদায় নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ ধিক্কার মিছিল

কোচবিহার ঃ রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে কোচবিহার শহরে ধিক্কার মিছিল বের করল ভারতীয় জনতা সংযুক্ত মোর্চা। শুক্রবার দুপুরে কোচবিহার বিজেপি জেলা কার্যালয় থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে ধিক্কার জানিয়ে মিছিল বের হয় কোচবিহারের রাজপথে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষদের পায়ের সাথে তুলনা দাওয়াই অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি করে বিজেপি। এদিনের এই ধিক্কার মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি জেলা সভাপতি তথা উত্তর বিধানসভার বিধায়ক সুকুমার রায়, বিজেপি মহিলা মোর্চা সভানেত্রী অর্পিতা নারায়ণ, বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বোস থেকে শুরু করে অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

গত ১৫ আগস্ট ভক্তিনগরে এক যুবকের ওপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় গ্রেফতার দুই যুবক

শিলিগুড়ি ঃ গত ১৫ ই আগস্ট রাতের বেলা দুটো গোষ্টির মধ্যে ভক্তিনগর থানার এলাকার তিরঙ্গা মোড় ঝামেলা হয়।কথা কাটাকাটি সাথে মারধর হয় নবারুণ নামে এক যুবককে বেধরক মারধর করে মাথায় ২৪ টা সেলাই পরে তারপর ভক্তিনগর থানা বেশ কয়েকজনের নামে অভিযোগ জমা পরে। এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ বৃহস্পতিবার রাত্রে শালুগাড়া বাজার থেকে রাহুল তামাং ওরফে প্রেমবা, সহ আরো একজন কে গ্রেফতার করে । শুক্রবার মাঝ রাতে স্যালুগাড়া বাজার এলাকা থেকে এই দুইজনকে গ্রেপ্তার করেন। এবং এই ঘটনায় আরও কয়েকজন রয়েছে তাদেরও তদন্ত করে দেখছেন ভর্তিনগর থানার পুলিশ।আজ দুজনকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে পুলিশ রিমান্ডে চাওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সুত্রে খবর।

কালনাগিনী সাপ উদ্ধার হলো দিনহাটায়

কোচবিহার ঃ কালনাগিনী সাপ উদ্ধার হলো দিনহাটায়। শুক্রবার দিনহাটা শহরের মদনমোহন বাড়ির সংলগ্ন একটি নার্সিংহোমের কাছ থেকে এই সাপটি উদ্ধার হয়। এদিন এই সাপ উদ্ধার কি ঘিরে ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, এদিন সাপটি এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। কালনাগিনী সাপ দেখে এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় সর্প প্রেমিকের। খবর পেয়ে সর্প প্রেমি তানিয়া চক্রবর্ত্তী ছুটে এসে বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর সাপটিকে উদ্ধার করে। সর্পপ্রেমি তানিয়া চক্রবর্ত্তী জানান, সাপ সমাজের বন্ধু। বাস্তু তন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখে। সাপকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। এদিন সাপটিকে উদ্ধার করে পাশের জঙ্গলে ছেড়ে দেয় সর্পপ্রেমি তানিয়া।

কোচবিহারে বিজেপির পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ তৃণমূলের

কোচবিহার ঃ নয়ারহাট বাজারে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে।নয়ারহাট বাজারে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ এবং হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। যদিও এই ঘটনায় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শাসক দল। বিজেপির অভিযোগ গতকাল গভীর রাতে তৃণমূল দুস্কৃতীরা তাদের কার্যালয়ে হামলা চালায় ও অগ্নিসংযোগ করে। মাথাভাঙ্গা ১ নং ব্লকের সহ সভাপতি আলিজার রহমান জানান এটা বিজেপির গোষ্ঠী দন্দ

মিড ডে মিলের বকেয়া সহ একাধিক দাবিতে সিপিও অফিসে তালা ঝুলিয়েছে ICDS কর্মীরা

উত্তর দিনাজপুর ঃ মিড ডে মিলের বকেয়া টাকা আদায়ের দাবি সহ একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে চোপড়ার CPO অফিসে তালা মেরে অবস্থান বিক্ষোভ আইসিডিএস কর্মীদের। তাদের অভিযোগ প্রায় চার মাস ধরে তারা আইসিডিএস সেন্টারের মিড ডে মিলের খরচ পাচ্ছেন না। সেন্টার চালাতে চরম সমস্যা পড়েছে আইসিডিএস সেন্টারের কর্মীরা। এবিষয়ে একাধিক বার CPO এর কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ কর্মীদের। ফলে বাধ্য হয়ে আজকে তারা CPO অফিসে গেটে তালা মেরে অবস্থান বিক্ষোভ দেখাতে শুর করে। দীর্ঘক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভ চলার পর অবশেষে চোপড়া বিডিও সমির মন্ডলের আশ্বাসে তারা অবস্থান বিক্ষোভ তুলেনেন। এবং আগামীদিনে তাদের দাবি পুরন না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ার দিয়েছে আইসিডিএস সেন্টার কর্মীরা।

নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি ব্লকে নতুন বর্জ্য বহনকারী গাড়ি ও সৌরশক্তি চালিত পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন

শিলিগুড়ি ঃ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সাধারণ মানুষের পানীয় জল পরিষেবায় গুরুত্ব দিতে শুক্রবার নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি ব্লকে নতুন বর্জ্য বহনকারী গাড়ি ও সৌরশক্তি চালিত পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করা হল।এদিন নকশালবাড়ি বিডিও অফিসে ২টি বর্জ্য বহনকারী গাড়ি ও দুই ব্লকে চারটি সৌরশক্তি চালিত পানীয় জলের পরিষেবা উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পরিষদের কর্মাদ্যক্ষ নলীনী রঞ্জন রায়, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ সহ অন্যান্যরা।

চোখের আলো প্রকল্পের অধীনে চা বাগানের শ্রমিকদের চক্ষু পরীক্ষার জন্য ৩ মাসব্যাপী শিবিরের উদ্বোধন

শিলিগুড়ি ঃ রাজ্য সরকারের চোখের আলো প্রকল্পের অন্তর্গত চা বাগান শ্রমিকদের চক্ষু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য তিন মাস ব্যাপী এক শিবিরের উদ্বোধন করা হল। শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ির দাগাপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই শিবিরের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। এছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠান থেকে এলাকার চা বাগানের শ্রমিকদের বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। জানা গিয়েছে এই শিবিরে শ্রমিকদের চক্ষু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে পাশাপাশি বিনামূল্য ে চশমা বিতরণ করা হবে।

অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং মহম্মদ সেলিম একই মঞ্চে পৌঁছেছেন, ধূপগুড়িতে বাম কংগ্রেসের বিশাল জনসভার আযজেন করা হয়েছিল

জলপাইগুড়ি ঃ যেমন সাগর দিঘি দেখিয়েছে তেমন ধূপগুড়িও দেখাবে।ধূপগুড়ি উপ নির্বাচনে সিপিএম মনোনীত বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী ইশ্বর চন্দ্র রায়ের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে এসে এই মন্তব্য করলেন।শুক্রবার ধূপগুড়ি ডাকবাংলো ময়দানে ছিলো জোটের সভা।সেই সভায় এসে এই মন্তব্য করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।পাশাপাশি মুম্বাই এ আয়োজিত ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন করলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান তিনি।এই বৈঠকে যৌথভাবে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের সিনিয়র নেতারা অংশ নেন। একদিকে, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন, অন্যদিকে কংগ্রেস রাজ্য সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী সহ অনেক সিনিয়র নেতা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জনসভায় ভিড়ও ছিল দেখার মতো। উভয় দলের নেতারা যৌথভাবে এলাকায় বিশাল সমাবেশ করেন।

নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশ তাদের মালিকদের কাছে ১৫টি চোরাই মোবাইল ফোন তুলে দিয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় চুরি যাওয়া কিংবা হারিয়ে যাওয়া ১৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মোবাইলের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে গত কয়েক মাস ধরে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি যাওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়েছিল।সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ১৫ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষের।

ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিতেশ সেটকে সাসপেন্ড করলো রাজ্য তৃণমূল

কলকাতা ঃ কলেজ ক্যাম্পাসে মাদক খাওয়ার ঘটনায় হাট গোবিন্দপুর কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিতেশ সেটকে সাসপেন্ড করলো রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ত্রিনাংশু ভট্টাচার্য। এই বিষয়টি জানান পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ। কলেজের মধ্যে বসে চলছে মাদক সেবন প্রতি এমনই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। খোদ টিএমসিপি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কলেজে বসেই গাঁজা সেবন করছে। এসএফআই এর দাবি ছেলেটি টিএমসিপি হাট গোবিন্দপুর কলেজ ইউনিটে সাধারণ সম্পাদক। সে ওই কলেজেরই দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। যদিও অস্বীকার করেছে ভিডিও যাকে দেখা যাচ্ছে যেই হিতেশ সেট কে। এই ঘটনার পরেই নড়েচড়ে বসে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। সাসপেন্ড করা হয় তাকে। এই বিষয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ কি জানল শুনবো।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যের অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डलीय
रोजगार मेला
(ऑफर लेटर वितरण)

लगभग **11,850** युवाओं को मिलेगा ऑफर लेटर

मुख्य अतिथि

श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

विशिष्ट अतिथि

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
माननीय सांसद, कोडरमा लोकसभा
सह शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार

श्री आलमगीर आलम
माननीय मंत्री, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास,
ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग, झारखण्ड

श्री सत्यानंद भोक्ता
माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण
एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड

श्रीमती बेबी देवी
माननीय मंत्री, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,
झारखण्ड

सम्मानित अतिथि

माननीय सांसदगण एवं माननीय विधायकगण
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, झारखण्ड

दिनांक: 11 सितंबर, 2023 | समय: अपराह्न 1 बजे
स्थान: विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

আফ্রিকান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার বলেছেন, বিশ্ব অর্থনীতির শীর্ষ দেশগুলোর গ্রুপ জি২০ তে স্থায়ী সদস্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আফ্রিকান ইউনিয়নকে । এই পদক্ষেপ, দক্ষিণী বিশ্বকে (গ্লোবালসাউথ) বৃহত্তর কন্ঠস্বর দেয়ার বিষয়ে তার উদ্যোগে গতি যোগ করবে। জি২০ সম্মেলনের স্বাগতিক দেশ ভারত। সপ্তাহান্তের জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে মোদী এই ঘোষণা এমন এক সময়ে দেয়া হয়েছে, যখন বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান বিভেদ চলছে। আর, সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোর অনুপস্থিতির কারণে, সবচেয়ে জটিল ইস্যুতে ঐকমত্যে পৌঁছানোর বিষয়টি অধরা থেকে যাচ্ছে। মোদী বলেন, আমি আফ্রিকান ইউনিয়নের প্রতিনিধিকে জি২০-এর স্থায়ী সদস্য হিসেবে তার স্থান নেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মোদী প্রতিনিধিদের সামনে বক্তৃতা দেয়ার সময়, তার সামনে রাখা নাম ফলকে তার দেশের নাম ইন্ডিয়ার বদলে ভারত লেখা ছিলো।

ভারত নামটি সংস্কৃত ভাষার, যা তার হিন্দু জাতীয়তাবাদী সমর্থকরা ব্যাপকভাবে প্রচার করে। আর তার সরকার জি২০ সম্মেলনে এটা তুলে ধরেছে। মোদী দক্ষিণী বিশ্বকে (গ্লোবাল সাউথ) এই বছরের শীর্ষ সম্মেলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছেন। আর সম্মেলনের শুরুতেই আফ্রিকান ইউনিয়নকে জোটে যোগ করার বিষয়টিকে একটি শক্তিশালী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। তিনি নেতৃবৃন্দকে, বৈশ্বিক অর্থনীতির উত্থানপতন, উত্তর ও দক্ষিণের বিভাজন, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ফারাক এবং সন্ত্রাসবাদ, সাইবার নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পানি নিরাপত্তার মতো অন্যান্য ইস্যু থেকে উদ্ভূত ব্যাপক চ্যালেঞ্জের সুনির্দিষ্ট সমাধান খুঁজে বের করতে আহ্বান জানান। শীর্ষ সম্মেলনে বেশিরভাগ দেশই ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের ওপর আলোকপাত করতে চাইছে।আর ভারত, উন্নয়নশীল বিশ্বের চাহিদা মোকাবেলায় আরো মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে। তবে, এই ইউরোপীয় সংঘাত থেকে খাদ্য ও জ্বালানি সুরক্ষার মতো অনেক ইস্যুকে আলাদা করা অসম্ভব। মোদী তার উদ্বোধনী বক্তব্যে যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি যুদ্ধে জড়িত কোনো দেশের নাম নেননি। সম্মেলন শুরু হওয়ার সময় জি২০ প্রধানদের অন্তত এক পঞ্চমাংশ নয়াদিল্লিতে ছিলেন না। রাশিয়া ও চীনের নেতারা না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, নিশ্চিত করেছেন যে একাধিক বিরোধ, বিশেষত ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে যাতে তাদের আমেরিকা এবং ইউরোপীয় প্রতিপক্ষের সাথে কোনো মুখোমুখি কড়া কথোপকথন না হয়। স্পেনের প্রেসিডেন্ট কোভিড১৯ এর কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টও না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সপ্তাহান্তের এই বৈঠকের আগে অনেকগুলো প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তবে সেগুলোতে কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর তা হয়নি বৈশ্বিক শক্তিগুলোর মধ্যে ক্রমশ বাড়তে থাকা টানাপেড়েনের জন্য, বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে মতানৈক্যের কারণে।

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর স্বামীজী সনাতন হিন্দু ধর্ম ও ভারতবর্ষ কে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন

আমেরিকার ৪০০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আমেরিকার চিকাগো শহরে ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন হয়েছিলো।সেই সম্মেলনে পৃথিবীর সকল ধর্মের লোক কে ডাকা হয়েছিলো কেবল হিন্দু ধর্ম কে ছাড়া।ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে ও মা সারদা দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে রবাহুত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার চিকাগো শহরে ধর্ম সম্মেলনে যোগদান করার জন্য জলপথে জল জাহাজে পাড়ি দিয়েছিলেন।তাঁকে আমেরিকায় ধর্ম মহা সভায় যোগদান করার জন্য মাদ্রাজের অধ্যাপক আলাসিঙ্গা পেরুমল ও কিছু স্বামীজীর ভক্তেরা চাঁদা তুলে তাঁকে পাঠিয়ে ছিলেন।

সুনীল কুমার দে
প্রাবন্ধিক

১৮৯৩ সালের ৩১শে মে পেনিনসুলার জাহাজে করে স্বামীজী বোম্বে থেকে আমেরিকায় যাত্রা করেছিলেন।পথে একবার জাহাজ পাল্টে,প্রায় দু মাস পরে,২৫ শে জুলাই ১৮৯৩এ এম্প্রেস অফ ইন্ডিয়া জাহাজে কানাডার ভ্যাংকুভার বন্দরে উপস্থিত হন। ভ্যাংকুভার থেকে এক দীর্ঘ ট্রেন যাত্রার পর, দু বার ট্রেন পাল্টে শিকাগোয় এসে উপস্থিত হন ৩০ জুলাই রবিবার রাত এগারোটায়।

অপরিচিত, বন্ধুহীন পরিবেশে তিনি অস্বস্তি বোধ করেছিলেন।তার উপর তাঁর কাছে না ছিলো উপযুক্ত অর্থ না ছিলো উপযুক্ত পোশাক।তারপর জানতে পারলেন ধর্ম মহা সভায় যোগদান করতে হলে পরিচয় পত্র চাই যা স্বামীজীর কাছে ছিলো না। তা ছাড়া যোগদান করার অন্তিম তারিখ ও পেরিয়ে গেছিলো।স্বামীজী একটু হতাশ হলেন কিন্তু ভেঙে পড়লেন না।ঠাকুর কে স্মরন করলেন।সময় মতো মিসেস হেলের সাথে পরিচয় হলো।তিনি চিঠি লিখলেন অধ্যাপক হেনরি রাইট সাহেব কে। রাইট সাহেব স্বামীজীর সাথে কথা বলে মুগ্ধ হলেন।তিনি স্বামীজী কে বললেন, আপনার কাছে পরিচয় চাওয়া আর সূর্য্যের কাছে আলোক দান করার অধিকার চাওয়া সমান। তিনি ধর্ম মহা সভার প্রতিনিধি কে চিঠি লিখলেন স্বামীজী কে ধর্ম মহাসভায় হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ঠাকুরের কৃপায় সব ব্যবস্থা হলো।স্বামীজী সুযোগ পেলেন।

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগোর কলম্বাস হলে ধর্ম মহাসভা হলো।ধর্ম মহাসভার প্রথম দিন।স্বামীজীর ডাক পড়লো যথা সময়ে।স্বামীজীর কোনো বিষয় বস্তু ও তৈয়ারী ছিলো না। মা সরস্বতী ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ কে স্মরন করে শুরু করলেন

বক্তৃতা দিতে।বললেন, Sisters and Brothers of Amerika.অর্থাৎ আমেরিকার বোন ও ভায়েরা।ব্যস, বলার সাথে সাথে দু মিনিট পর্যন্ত চললো করতালি। তারপর স্বামীজী বললেন, আমি সনাতন হিন্দু ধর্ম ও তেত্রিশ কোটি ভারত বাসীর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাই কে জানাই অভিনন্দন। আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গৌরব বোধ করি,যে ধর্ম জগৎ কে শিখিয়েছে সহিষ্ণুতা আদর্শ,আমরা শুধু সব ধর্ম কে সহ্যই করি না,সব ধর্ম কে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি।আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গর্ব বোধ করি,যে জাতি সব ধর্মের,সব জাতির নিপিড়িত স্মরণার্থী মানুষদের আশ্রয় দিয়েছে, বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে কিন্তু তারা সকলেই যেমন একই সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে দেয়,তেমনি হে ভগবান, নিজের নিজের রুচির বৈচিত্রের জন্য করে অথবা জটিল নানা পথ ধরে যারা চলেছে,তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্যস্থল কিন্তু তুমি।

স্বামীজীর ভাষণের শেষে তাঁকে প্রণাম করার জন্য জন সমুদ্র উপচে পড়লো।তারপরের দিনে স্বামীজীর ভাষণ রেডিও তে প্রসারিত হলো,সংবাদ পত্রে স্বামীজীর ফটো বের হলো।জায়গায় জায়গায় স্বামীজীর পোস্টার টাঙানো হলো।স্বামীজী সনাতন হিন্দু ধর্ম কে ও ভারত বর্ষ কে বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করলেন।১১ই সেপ্টেম্বর। যেন ভারত বর্ষ জেগে উঠলো।নব জাগরন শুরু হলো।১১ই সেপ্টেম্বর শুধু তাই শিকাগো দিবস নয় আমাদের ভারতের জন্য গৌরব দিবস,বিশ্ব বিজয় দিবস।এই ধর্ম মহা সভা ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলেছিলো আর সেই সেই ধর্ম সভার মুল আকর্ষণ একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ই ছিলেন।শ্রোতারা স্বামীজীর ভাষণ ছাড়া আর কারো ভাষণ শুনতে চাইতো না।স্বামীজীর নাম হয়েছিলো, The cyclonic Hindu Monk.অর্থাৎ তুফানি হিন্দু সন্ন্যাসী।স্বামীজীর অন্তিম ভাষন ছিলো, বিবাদ নয় সহায়তা, বিনাশ নয় পরস্পরের ভাব গ্রহণ,মত বিরোধ নয়,সমন্বয় ও শান্তি,,

আজ ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগো দিবস উপলক্ষে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের চরণে জানাই শতকোটি প্রণাম আর সমগ্র ভারতবাসী ও ভারত সরকার কে এই দিন টিকে গৌরব দিবস হিসাবে পালন করার জন্য অনুরোধ জানাই। স্বামী বিবেকানন্দ শুধু মাত্র একজন হিন্দু সন্ন্যাসী ও ধর্ম গুরু নন, স্বামী বিবেকানন্দ এক আদর্শের নাম,এক প্রেরণার নাম,এক গৌরবের নাম।কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন,,যদি ভারতবর্ষ কে জানতে চাও তবে বিবেকানন্দ কে জানো।তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষ ছিলেন।

জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে ঐক্য ও অর্থনৈতিক সুযোগের উপর জোর দিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ২০ টি দেশের শীর্ষ সম্মেলনে ইউক্রেনের জন্য বৃহত্তর বৈশ্বিক সমর্থন সংগ্রহের লক্ষ্যে তার চাপের অংশ হিসাবে বৃহত্তর শক্তিগুলোর উপর জোর দিয়েছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, এই সংঘাতের কারণে উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তবে, দুই প্রধান নেতা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় এবারের শীর্ষ বৈঠকটি। উভয় দেশই সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তাদের তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠিয়েছেন। তাদের এই অনুপস্থিতি সম্মেলনের ফলাফলকে হয়তো প্রভাবিত করতে পারে।

জি২০ সম্মেলনের ফাঁকে ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ হামলার ২২তম বার্ষিকীতে আলাস্কায় সামরিক বাহিনীতে বাইডেনের পরিকল্পিত সফর সম্পর্কেও কার্বি কথা বলেছেন।

আপনি সম্ভবত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর কথা বলছেন। রাশিয়া এবং চীন উভয়ই এখানে তাদের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মাধ্যমে জি২০ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করছে। তাই তারা এখনও এখানে আছে, এবং অংশগ্রহণ করছে। তারা আলোচনায়ও থাকছে। তাই আমরা জি২০ এর সকল সদস্যের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি, যেখানে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অবশ্যই প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই শীর্ষ সম্মেলনে আছেন... যদিও প্রেসিডেন্ট শি এখানে নেই, এবং এটি আমাদের জন্য একটি হতাশাজনক, তবে চীনের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে এবং ... তারা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে এবং এটিই প্রেসিডেন্ট দেখতে চান।

বর্তমানে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের একটি বড় লক্ষ্য, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সুযোগ এবং বিনিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করা। এবং আমি জানি আপনি সম্ভবত ভাবছেন যে ইউক্রেনের সাথে 'এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ইউক্রেনের বিষয়েও অনেক কিছু করার আছে, বিশেষত ইউক্রেনের যুদ্ধ খাদ্য নিরাপত্তা, জ্বালানি নিরাপত্তা, মুদ্রাস্ফীতির চাপের ক্ষেত্রে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলির উপর একটি বিশাল চাপ সৃষ্টি করেছে - আপনি সেই প্রভাবকে বাদ দিতে পারবেন না যে মি. পুতিনের যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্যাপক এবং বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। আর প্রেসিডেন্ট যা করতে চান - তা হল, তিনি ইউক্রেনের যুদ্ধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করবেন, কেননা এই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলির জন্য বিনিয়োগের সুযোগ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ঋণ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে, যা সর্বোচ্চ গুণগত মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বচ্ছ, এবং এটি সত্যিকার অর্থে যতটা সম্ভব তাদের স্থানীয় চাহিদা পূরণ করবে। তাই, প্রেসিডেন্ট বাইডেন সম্পূর্ণরূপে ইউক্রেনের যুদ্ধকে এখানে তার আজকের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসতে চান। যুক্তরাষ্ট্র এবং আমাদের মিত্র এবং অংশীদারদের কাছে আমাদের জন্য উপলব্ধ অর্থনৈতিক সরঞ্জামগুলির একটি বিস্তৃত পরিসর রয়েছে - সেইসাথে, এই বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে এবং ব্যালেন্স শীটকে আরও কার্যকর করার শর্তে আমরা এমন সংস্কারগুলি অনুসরণ করার চেষ্টা করছি, যাতে এই উন্নয়ন ব্যাংকগুলি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলির জন্য আরও বিকল্প সংস্থান প্রদান করতে পারে। এটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অবকাঠামো বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বনাম চীন সম্পর্কে নয়। চীন বিশ্বব্যাংকের একটি শেয়ারহোল্ডার, চীনের এটি দেখার আগ্রহ থাকা উচিত যে দেশগুলির কাছে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বিশ্বাসযোগ্য, স্বচ্ছ ঋণের জন্য আরও কার্যকর বিকল্প বিশ্ব ব্যাংকের রয়েছে।

সামরিক পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে, তাইওয়ান বিষয়ে এই জি২০ সম্মেলনে আলোচনা করা হচ্ছেনা। যুক্তরাষ্ট্র এবং আমাদের নীতি সম্পর্কে কিছুই পরিবর্তন হয়নি। আমরা এক চীন নীতিকে সমর্থন করে যাচ্ছি। এবং আমরা তাইওয়ানের স্বাধীনতাও সমর্থন করি না। তবে আমরা স্থিতাবস্থার কোনো পরিবর্তনকে একতরফাভাবে বা বলপ্রয়োগ করার মতো এমন কোন কিছুকে সমর্থন করি না। আর প্রেসিডেঃট বাইডেনের বক্তব্য হল, তিনি তাঁর বিদেশী নীতিতে যা করছেন, বিশেষ করে এখানে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে, তা হল সংঘাত রোধ করার বিষয়ে। আমরা চীনের সাথে সংঘাত চাই না, আমরা ইন্দো-প্যাসিফিকের কারো সাথে বিরোধও চাই না। সম্পর্কটা কেমন হয়েছে তা একবার দেখুন। এটি গত এক দশক ধরে বেড়ে চলেছে। আর ভিয়েতনামিরা চায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরও শক্তিশালী সম্পর্ক। ভিয়েতনামিরা এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক উদ্বেগ ভাগ করে নেয় । আমরাও অনেক আগ্রহের কথা ভাগ করে নিই বিশেষ করে চীনের আচরণের বিষয়টিসহ কিছু চ্যালেঞ্জের বিষয়ে আমাদের একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সাম্প্রতিক কয়েক দশক ধরে আমাদের দুই দেশকে একসঙ্গে কাজ করতে দেখাটা সত্যিই বেশ চমকপ্রদ ঘটনা। প্রেসিডেন্ট তাঁর এই সফর নিয়ে খুব উত্তেজিত, এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদারিত্ব। আমরা এটিকে পরবর্তী ধাপে নিয়ে যেতে চাই।

আলাস্কায় ৯ /১১ এর পর থেকে সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে অনেক আমেরিকান যে সেবা এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা স্মরণ করতে প্রেসিডেন্ট উন্মুখ হয়ে আছেন। কারণ তিনি জানেন যে যদিও সামরিক বাহিনীর সদস্যরা আমাদের নিরাপদ রাখতে গত ২২ বছরে শুধু সাড়াই দেয়নি, পাশাপাশি তারা অবশ্যই সেই প্রচেষ্টার জন্য এখনো যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এটা সত্য, আমাদের সামরিক বাহিনীর অনেক সদস্য আছে যারা ৯ /১১ হামলার পর জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু আমি মনে করি না যে তাদের সেই সময়ে সেখানে থাকতেই হতো , আমি মনে করি না যে ৯/১১-এর আক্রমণ আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার উপর যে প্রভাব ফেলেছিল এবং আমাদের মিত্র এবং অংশীদারদের এবং সন্ত্রাসবাদের হুমকি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে আমরা গত ২০ বছরে যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়েছি, তা বোঝার জন্য আপনাকে শারীরিকভাবে উপস্থিত থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে।

জানা অজানা

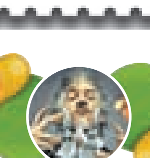

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক বহুমুখী ও বিস্তৃত : মিরা রেসনিক

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক বহুমুখী ও বিস্তৃত এ কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সামরিক বিষয়ক ব্যুরো এর আঞ্চলিক নিরাপত্তার ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মিরা রেসনিক। গত সপ্তাহে বাংলাদেশ সফর করেন তিনি। এসময় ইউএনবিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি একথা বলেন। মিরা রেসনিক উল্লেখ করেন যে নিরাপত্তা সম্পর্কসহ দুই দেশ একসঙ্গে অনেক কিছু করতে পারে। উভয় দেশের সম্পর্ককে 'দৃঢ়তর ও গভীরতর' করতে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের কথা জানান তিনি। বলেন, এই সম্পর্কে যে অগ্রগতি দেখা গেছে, তাকে ঝুঁকিপূর্ণ করতে পারে এমন কোনো পরিস্থিতি আমরা দেখতে চাই না। প্রতিরক্ষা সম্পর্কের বৈচিত্র্যের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মিরা রেসনিক বলেন, আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা প্রয়োজনে বাংলাদেশের ক্রয়ের বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানাই। এই বিষয়টি ঢাকায় উভয় দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত নবম নিরাপত্তা সংলাপে অন্তর্ভূক্ত ছিলো বলে জানান তিনি। বলেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিশ্চিত করতে, এটি বাংলাদেশের জন্য চমৎকার সুযোগ। যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বলেন, সামরিক খাতের আধুনিকীকরণে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারে, সে বিষয়ে কথা বলতে, বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা করার একটি দুর্দান্ত সুযোগ ছিলো এই সংলাপ। তিনি বলেন, আমরা এমন উপায় খুঁজছি, যাতে বাংলাদেশকে তার সামরিক বাহিনী আধুনিকীকরণে সহায়তা করতে পারি এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় সীমান্তে কী রয়েছে আকাশ, স্থল, সমুদ্র ও সাইবার স্পেসে কী ঘটছে, তা বোঝার জন্য আমরা সামুদ্রিক ডোমেইন সচেতনতায় বিনিযোগে করতে পারি।রেসনিক বলেন, দুই দেশের মধ্যে এই সম্পর্ক সম্প্রসারণ ও গভীর করতে অনেক সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আলোচনায় তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র দৃঢ়ভাবে বাংলাদেশে 'অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ' নির্বাচনকে সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিত করতে চায় যে বাংলাদেশ মানবাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও অতীত কর্মের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করতে চায়।

সাময়িকী

যুক্তরাজ্যে কড়া হাতে দমন হবে খালিস্তানি আক্রমণ - ভারতে এসে বার্তা যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর

জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য শুক্রবার ৮ অগাস্ট সস্ত্রীক ভারতে এসে পৌঁছেছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার ভারতে এসেই খালিস্তানি জঙ্গিদের কড়া হাতে দমন করার বার্তা দিলেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে ভারত এবং যুক্তরাজ্য হাত মিলিয়ে একসঙ্গে লড়াই করতে চলেছে।

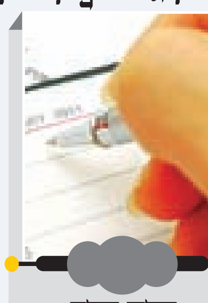

বাবলু সামন্ত
কলামিস্ট

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী জানান, খালিস্তানপন্থী জঙ্গিদের বারবার হামলার ঘটনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, যুক্তরাজ্যে এরকম কোনও চরমপন্থা বা সহিংসতা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। সেই কারণেই আমরা পিকেই (PKE) মোকাবিলায় ভারত সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছি, জানিয়েছেন ঋষি সুনক। আমাদের নিরাপত্তামন্ত্রী সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন। আমরা যাতে এই ধরনের সহিংস চরমপন্থী আচরণকে একেবারে নির্মূল করতে পারি তার জন্য আমাদের বিভিন্ন গোয়েন্দা দলগুলি একসঙ্গে কাজ করছে। এটা একেবারেই ঠিক নয় এবং যুক্তরাজ্যে আমি কিছুতেই এটা বরদাস্ত করব না, আরও জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের আগে গত মাসে ভারতে এসেছিলেন যুক্তরাজ্যের নিরাপত্তামন্ত্রী টম টুগেনঢাত। তিনি লন্ডনের ভারতীয় কূটনীতিবিদদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই ঘটনাকে পুরোপুরি যুক্তরাজ্যের সমস্যা বলে দাবি করে তিনি জানান, আমি একটা কথা খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই। এটা যুক্তরাজ্যে ঘটা কোনও ভারতীয় সমস্যা নয়। যে মুহূর্ত থেকে যুক্তরাজ্যের নাগরিকরা চরমপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত হন, তখন থেকে সেটা যুক্তরাজ্যেরই সমস্যা হয়ে ওঠে। তাই যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের কোনওভাবে যদি উগ্রপন্থী বানানোর চেষ্টা করা হয়, যুক্তরাজ্যের সরকার তা কড়া হাতে দমন করবে। প্রসঙ্গত, গত মার্চ মাসে খালিস্তানি জঙ্গিরা যুক্তরাজ্যে ভারতীয় হাইকমিশনে আক্রমণ চালিয়েছিল। সেখান থেকে ভারতের জাতীয় পতাকা খুলে ফেলে দেয় তারা। ভারতে যখন খালিস্তানপন্থী নেতা অমৃত পাল সিং-এর সন্ধানে চিরুনি তল্লাশি

চালাচ্ছিল পাঞ্জাব পুলিশ, ঠিক তার একদিন পরেই এই ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনাকে অসম্মানজনক বলে আখ্যা দিয়েছিলেন যুক্তরাজ্যের ব্যবসা এবং বাণিজ্যমন্ত্রী। গত মাসেই এ ব্যাপারে ভারত এবং যুক্তরাজ্যের মধ্যে আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গিয়েছিল। তারপর শুক্রবারের বৈঠকে এই বার্তা দেন সুনক। একই সঙ্গে ভারত-যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মুখ খোলেন তিনি। তিনি বলেন, 'একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পূর্ণ করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং আমি খুবই উৎসাহী। তবে তিনি একথাও জানিয়ে দিয়েছেন, ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে। তার জন্য দুই দেশকেই সমানভাবে কাজ করতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি আরও জানিয়েছেন, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে তিনি উৎসাহী। ভারত এবং যুক্তরাজ্য প্রযুক্তিক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে পরাক্রমশালী দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। তাই আমরা একসঙ্গে কাজ করলে অনেক বেশি কর্মসংস্থান, ব্যবসা তৈরি করতে পারব, বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানেও সাহায্য করতে পারব, জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রধানমন্ত্রী।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

বাংলা ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার্থে বিশাল পদযাত্রা সাফল্য করার জন্য বৈঠক আয়োজন করা হয়

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ ঝাড়খন্ড বঙ্গভাষী সমন্বয় সমিতির আহ্বানে নিমডিহ ব্লকের রঘুনাথপুরে অবস্থিত মুকুন্দ মেমোরিয়াল পাবলিক স্কুলে গ্রাম প্রধান মহাসংঘের ঝাড়খন্ড প্রদেশ সহ সভাপতি বৈদ্যনাথ মাহাতোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ বৈঠক। এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ঝাড়খন্ড বঙ্গভাষী সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ সিনহা চৌধুরী বলেন কোনও জাতিকে যদি নির্মূল করতে হয় তবে প্রথমেই তার ভাষাসংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হবে এটাই পরীক্ষিত সত্য। বাংলা থেকে বিহার - উড়িষ্যাকে পৃথক করার সময় ধলভূম এবং মানভূমের বিশাল বাংলাভাষী অঞ্চল বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিহারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল সেই বৃহত্তর চক্রান্তের অংশে। আর সেই সময় থেকেই এই অঞ্চলের বাংলাভাষীরা নিদারুণ বঞ্চনার শিকার। ইংরেজরা চলে যাওয়ার পরেও বিহার সরকার সেই বঞ্চনা চালিয়ে গেছে নিয়ম করে। তৎকালীন বিহারের কায়েমি স্বার্থ ধরে নিয়ে ছিল যে এই বিশাল এলাকায় যদি বাংলা ভাষাসংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে হয়তো এই সমস্ত এলাকা ভবিষ্যতে বাংলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার একটা আন্দোলন সংগঠিত হবে। তাই দক্ষিণ বিহারের সম্পূর্ণ এলাকা উত্তর বিহারের আধিপত্য বজায় রাখার একটা পরিকল্পনা তারা তৈরি করে ফেলেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিহার ভেঙে ঝাড়খণ্ড গঠন করার পেছনে ছিল বাংলাভাষীদের পূর্ণ সমর্থন এবং তা ফলিভূত করতে বিহারের দক্ষিণাঞ্চলের বাংলাভাষীরা মনপ্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঝাড়খণ্ড পৃথক রাজ্যের আন্দোলনে।

সন্দীপ সিনহা চৌধুরী বলেন ২০০০ সালে ঝাড়খণ্ড আলাদা রাজা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করায় ঝাড়খণ্ডের প্রায় ১২টা জেলার ব্যাপক তথা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাংলাভাষীদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল যে বাংলা ভাষাসংস্কৃতি সগৌরবে তার পুরাতন মহিমায় ফিরে আসবে। কিন্তু হল ঠিক তার বিপরীত। ঝাড়খণ্ড প্রতিষ্ঠার পর থেকে একাধিক সরকার এসেছে ক্ষমতায় কিন্তু বাংলাভাষীদের দাবিদাবাগুলি তারা শুধু অগ্রাহ্যই করেনি বরং দিনের পর দিন নানা প্যাঁচে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। বর্তমানে যা দশা তাতে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে বাংলা মাধ্যমে পাঠনপাঠনের কোনও পাঠ্যক্রম নেই। পুস্তক ছাপানোর কাজ পুরোপুরি বন্ধ। শিক্ষকশিক্ষিকা নিযোগে নগণ্য। শয়ে শয়ে বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলিকে বদলে ফেলা হয়েছে হিন্দি মাধ্যমে। তিনি বলেন ঝাড়খণ্ডের জন্মলগ্ন থেকেই এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে 'ঝাড়খণ্ড বঙ্গভাষী সমন্বয় সমিতি' গর্জে উঠেছে এবং বাংলাভাষী মানুষদের সংগঠিত করে ভাষাসংস্কৃতি বাঁচাবার তথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। বৈঠকের সভাপতি বৈদ্যনাথ মাহাতো বলেন পূর্বতন সরকারের সম্পূর্ণ অসহযোগিতা এবং অনীহার কারণে বঙ্গভাষীদের বৃহদাংশ ঝাড়খণ্ডে পালা বদলের আহ্বান জানায়। সেই আহ্বানে ব্যাপক সাড়া দিয়ে এই প্রয়াসকে সফল করে। মসনদে বসে নতুন সরকার। তাদের কাছেও দাবিদাবা নিয়ে একাধিক বার ছুটে গিয়েছে সমিতির লোকজন কিন্তু সরকার কোনও কর্ণপাত করেনি। বিভিন্ন সময়ের আবেদন নিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গভাষীরা অনুভব করেছে যে বর্তমান সরকার মৌখিকভাবে আমাদের দাবীগুলির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে যার পর নাই উদাসীন। বস্তুত আমলা তন্ত্রের একটি অংশের কট্টর বাংলাভাষী বিরোধিতায় সরকার অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই পটভূমিকায় ঝাড়খণ্ড বঙ্গভাষী সমন্বয় সমিতি বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানাচ্ছে রাজ্যের আপামর বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে। বৈঠকে কার্যকরি সভাপতি নেপাল চন্দ্র দাস বলেন বঙ্গভাষীদের মূল দাবিগুলি হল - বাংলা মাধ্যমের প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে পাঠক্রম প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিটি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকে বাংলা লিপিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছাপাই ও বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৯০ সালের পর থেকে যে সমস্ত বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলি হিন্দি মাধ্যমে পরিবর্তিত করা হয়েছে, সেগুলি পুনরায় পরিবর্তিত করতে হবে বাংলা মাধ্যমে। পরিবর্তিত ব্যবস্থার প্রযোজন অনুসারে পর্যাপ্ত বাংলা শিক্ষকশিক্ষিকা নিযোগে করতে হবে। বাংলা একাডেমী তৈরি করতে হবে সরকারী তত্ত্বাবধানে। তিনি বলেন উপরোক্ত দাবিদাবা নিয়ে আগামী ২২ সে সেপ্টেম্বর ২০২৩ এ জামশেদপুর থেকে রাজধানী রাঁচি পর্যন্ত একটি বিশাল পদযাত্রা সংগঠিত করা হচ্ছে। আমরা আমাদের দাবিপত্র সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করে স্পষ্ট ভাষায় সরকারের অভিমত জানার দাবি করবো। ঝাড়খণ্ডের বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠী বাংলা ভাষাসংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য একটি গুরুতর আন্দোলন অব্যাহত রাখতে হবে। এই সময় বিভূতি ভূষণ মাহাতো, অনুপ কুমার মাহাতো, বিজয় দাস, বিশ্বনাথ মন্ডল, গণেশ দাস, প্রবীর পারিত, সুশীল মাহাতো, ধরণী দাস, রঞ্জিত মিত্র, সুধীর কুমার যোগী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে কয়েকটি ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মনোনীত স্টেশনগুলিতে কয়েকটি ট্রেনের দুই মিনিট করে অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে বাগডোগরা স্টেশনে ট্রেন নং.০৫৬৭১০৫৬৭২ (গুয়াহাটি রাঁচি গুয়াহাটি) স্পেশালের অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং.০৫৬৭১ (গুয়াহাটি রাঁচি) স্পেশাল ট্রেনটি বাগডোগরা স্টেশনে ২২.০০ ঘণ্টায় পৌঁছাবে এবং ২২.০২ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং.০৫৬৭২ (রাঁচিগুয়াহাটি) স্পেশাল ট্রেনটি বাগডোগরা স্টেশনে ১২.২০ ঘণ্টায় পৌঁছাবে এবং ১২.২২ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। এছাড়াও, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে কুমেদপুর স্টেশনে ট্রেন নং.১৩১৪৮১৩১৪৭ (বামনহাট শিয়ালদহ বামনহাট) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। ট্রেন নং.১৩১৪৮ (বামনহাট শিয়ালদহ) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস কুমেদপুর স্টেশনে ২০.২০ ঘণ্টায় পৌঁছাবে এবং ২০.২২ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। ট্রেন নং.১৩১৪৭ (শিয়ালদহ বামনহাট) উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস কুমেদপুর স্টেশনে ০৩.৩৮ ঘণ্টায় পৌঁছাবে এবং ০৩.৪০ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। অন্যদিকে, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ডালখোলা স্টেশনে ট্রেন নং.১৩১৪২১৩১৪১ (নিউ আলিপুরদুয়ার শিয়ালদহনিউ আলিপুরদুয়ার) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেসের অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। ট্রেন নং.১৩১৪২ (নিউ আলিপুরদুয়ারশিয়ালদহ) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস ডালখোলা স্টেশনে ১৭.২৬ ঘণ্টায় পৌঁছাবে এবং ১৭.২৮ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। ট্রেন নং.১৩১৪১ (শিয়ালদহনিউ আলিপুরদুয়ার) তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস ডালখোলা স্টেশনে ০০.০৮ ঘণ্টায় পৌঁছাবে এবং ০০.1০ ঘণ্টায় প্রস্থান করবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনটিইএসএর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

অসমে সর্বপ্রথম বার অনুষ্ঠিত দুই দিনের ভারতীয় জনতা পার্টি জাতীয় মহিলা মোর্চার কার্যনির্বাহক সভা শুরু

প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার উত্তর পূর্বের বিকাশে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মন্তব্য সর্বভারতীয় সভানেত্রী বানাথি শ্রীনিবাসনের

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সর্বপ্রথম বারের জন্য গুয়াহাটি মহানগরে শুরু হয়েছে দুই দিনের ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চার জাতীয় কার্যনির্বাহক সভা। এই সভায় বিজেপির ভারতীয় মহিলা মোর্চার প্রত্যেক রাজ্যের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মহানগরে আযোজিত দুই দিনের এই মহিলা মোর্চার জাতীয় কার্যনির্বাহক সভা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী নির্বাচনে শাসক দলটির মহিলাদের অধিক সক্রিয় করে তোলার পাশাপাশি মহিলা মোর্চা এক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবে বলে জানা গেছে। গুয়াহাটি মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে আযোজিত মহিলা মোর্চার জাতীয় কার্যনির্বাহক সভার প্রথম দিন অর্থাৎ শনিবারের সকাল দশটা থেকে শুরু হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মহিলা কার্যকর তাদের উষ্ণ সম্বর্ধনা জানিয়েছে অসম প্রদেশ মহিলা মোর্চা। সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয়েছিল জাতীয় মহিলা মোর্চার পদাধিকারীদের সভা। এই সভায় বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা মহিলা মোর্চার প্রভারী দুশান্ত গৌতম, মহিলা মোর্চার জাতীয় সভানেত্রী বানাথি শ্রীনিবাসন এবং প্রতিটি রাজ্য থেকে আসা মহিলা মোর্চার পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন। দুপুর ৩ টা থেকে শুরু হওয়া উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উল্লেখ্য নেতাদের পাশাপাশি রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা, প্রাক্তন সাংসদ বিজয়া চক্রবর্তী, সাংসদ কুইন ওজা, রাজ্যসভার উপাধ্যক্ষ ফাংগনন কন্যা এবং রাজ্য সরকারের মন্ত্রী অজন্তা নেওগ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় মহিলা মোর্চার কার্যনির্বাহক সভার শুরুর দিনটিতে নিজের ভাষনে সর্বভারতীয় সভানেত্রী বানাথি শ্রীনিবাসন বলেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার উত্তর পূর্বের বিকাশে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। এর আগে উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রতি থাকা দেশবাসীর ধারণাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। বিজেপির অসম প্রদেশ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী আঙ্গুরলতা ডেকা বলেন দেশের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষী আখ্যা দিয়েছেন। মা কামাখ্যা বসবাস করা এই পবিত্র জমিতে সর্বপ্রথম বারের জন্য মহিলা মোর্চার জাতীয় কার্যনির্বাহক সভা অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জাতীয় সভানেত্রী বানাথি শ্রীনিবাসনকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পাশাপাশি সবাই উপস্থিত প্রত্যেকে স্বাগত জানান তিনি। রাজ্য বিজেপি সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন অসম সরকার মহিলার বিকাশের জন্য বহু কল্যাণকামী প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বিজেপি সরকারের আমলে প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। প্রাক্তন সাংসদ তথা এদিনের সভার মুখ্য অতিথি প্রাক্তন সাংসদ বিজয় চক্রবর্তী বলেন যেখানে মহিলা শক্তি থাকে সেখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কৃতকার্য হওয়া সম্ভব। আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদি ফের একবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। সভায় জাতীয় মহিলা মোর্চার প্রভারী দুশান্ত গৌতম মহিলা মোর্চার সাংগঠনিক কাজকর্মের উপর এবং জাতীয় সম্পাদক তথা সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশ যাত্রা সম্পর্কে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন।

১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অসম বিধানসভার অধিবেশনের আয়োজন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে শুরু হতে চলেছে ব্যাপক রাজনৈতিক তৎপরতা। কারণ আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অসম বিধানসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। আসন্ন এই বিধানসভা অধিবেশনে রাজ্য সরকারের তরফে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপন করা হবে। বিশেষ করে অসম পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার সংশোধনী আইন বিষয়ক বিল। তাছাড়া রাজ্যের পাঁচটি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতি করনের ক্ষেত্রেও বিল উত্থাপন করতে চলেছে সরকার।

প্রসঙ্গত এবারের অসম বিধানসভার অধিবেশন দিশপুরে নব নির্মিত নতুন স্থায়ী বিধানসভা ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। এবার থেকে ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে। বিধানসভার অধিবেশনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ মহানগর জুড়ে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। বিশেষ করে জেলা প্রশাসনের তরফে দিশপুর এলাকায় বহু সংখ্যক নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়ন করে সুরক্ষা ব্যবস্থা অধিক কঠোর করা হয়েছে। শাসকবিরোধী উভয়পক্ষ অসম বিধানসভার অধিবেশনকে কেন্দ্র করে নিজেদের রণকৌশল চূড়ান্ত করে নিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করে বিদ্যুৎ সংকটের সমস্যা সংক্রান্তে শাসক পক্ষকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে বিরোধীপক্ষ। একইভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপন করার মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুতি সেরে নিয়েছে সরকার।

বজালির অর্থ দাবি মামলায় আরো পাঁচজন পুলিশ কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ সিআইডির, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গায়ত্রী সোনোয়ালের স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে মহানগরে অভিযান, অপসারিত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুড়াগোহাই, ডিএসপি পুসকল গগৈকে ফের ৫ দিনের সিআইডি হেফাজত আদালতের

পলাতক এএসপি শুভলক্ষ্মী দত্তের আত্মসমর্পণ, তিনদিনের পুলিশ হেফাজত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বজালির অর্থ দাবি মামলায় তদানীন্তন পুলিশ সুপার এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মূল অভিযুক্ত বলে ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে অসম পুলিশ। বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ জানিয়েছেন অপসারিত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুড়াগোহাই এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গায়ত্রী সোনোয়ালের নেতৃত্বে এই অর্থ দাবীর রেকেট চলছিল। বিশেষ ডিজিপির একথা ঘোষণার পর এবার এই মামলার ক্ষেত্রে আরো পাঁচজন পুলিশ কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে সিআইডি। তাছাড়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গায়ত্রী সোনোয়ালের স্বামী ববি সিংহ শার্মা সঙ্গে নিয়ে মহানগরের তার মার বাড়িতে সিআইডি অভিযান চালিয়েছে।

প্রসঙ্গত সুপারির ব্যবসায়ী থেকে আড়াই কোটি টাকা দাবি করা মামলায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন বজালি জেলার অপসারিত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুড়াগোহাই, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গায়ত্রী সোনোয়াল, সদর ডিএসপি পুসকল গগৈ সহ মোট ১০ জন। শুক্রবার অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ এই ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনের পরের দিন অর্থাৎ শনিবার এক্ষেত্রে ফের তৎপর হয়ে উঠেছে সিআইডি। বজালি জেলার অর্থ দাবি মামলায় আরো পাঁচজন পুলিশ কর্মীর নাম জড়িয়ে গেছে। এরা হলেন সানোয়ার হোসেন, অনন্ত মালাকার, প্রাঞ্জল পাটর, স্যামসেং ইংলেং এবং লক্ষ্যধর অধিকারী। এই পাঁচজনকে বর্তমান জেরা করা হচ্ছে। অতি শীঘ্র সিআইডি এদের গ্রেপ্তার করা সম্ভবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য বজালির অর্থ দাবি মামলায় জড়িয়ে যাওয়া পাঁচজন পুলিশ কর্মীকে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে সিআইডি। এরমধ্যে অনন্ত মালাকার পাঠশালা থানা কনস্টেবল। সানোয়ার হোসেন ভবানীপুর পুলিশ আউটপোষ্টের কনস্টেবল ছিলেন। তিনি রবিউল ইসলাম সংক্রান্তীয় বিষয়ে লিপিবদ্ধ করা জেনারেল ডায়রির পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। পুলিশ সুপারের নির্দেশে তিনি সেটা করেছিলেন বলে সিআইডির জেরায় স্বীকার করেছে সানোয়ার হোসেন। অন্যদিকে তদানীন্তন পুলিশ সুপারের পিএসও হিসেবে কর্মরত ছিলেন প্রাঞ্জল পাটর। রবিউল ইসলামের সঙ্গে অর্থের লেনদেনের জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সিআইডি। এদিকে অনন্ত মালাকারের মাধ্যমে ভুয়া জেনারেল ডায়েরি প্রস্তুত করা হয়েছিল। তাছাড়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের রান্নার লোক স্যামসেং ইংলেং এবং অর্ডালি লক্ষ্যধর অধিকারীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। দুজনের সঙ্গে উদ্ধার হওয়া ব্যাগে অর্থ থাকার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

অপসারিত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গায়ত্রী সোনোয়াল অর্থ লুকিয়ে রাখার সন্দেহ করছে সিআইডি। ফলে তাকে এবং তার স্বামী ববি সিংহ শার্মাকে সঙ্গে নিয়ে মহানগরের সার্ভের বাড়িতে এদিন সিআইডি অভিযান চালিয়েছে। তবে এক্ষেত্রে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের স্বামী। তিনি বলেন উদ্দেশ্যে প্রণোদিতভাবে তাকে এই মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে অপসারিত পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ বুড়াগোহাই, ডিএসপি পুসকল গগৈকে এদিন ফের আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। সিজিএম আদালত দুজনকে ফের ৫ দিনের সিআইডি হেফাজত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। বাড়ির কাজের মহিলাকে শারীরিক নির্যাতন করার ফলে গত ২৬ আগস্ট থানায় এজাহার দাখিলের পর পলাতক হিসেবে থাকা এএসপি শুভলক্ষী দত্ত এদিন শিবসাগর সদর থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন। আদালতে হাজির করানোর পর তাকে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলন আযোজন করে বিশেষ ডিজিপি হরমিত সিংহ জানিয়েছিলেন এই মহিলা পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে জামিন বিহীন গ্রেফতারি পরোয়ান জারি করা হয়েছে। ফলে শুভলক্ষ্মী দত্ত অতি শীঘ্র যদি পুলিশের হাতে ধরা না দেন তাহলে তাকে পলাতক অপরাধী বলে গণ্য করে তার যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তিনি। এর একদিন পরেই অর্থাৎ আজ শিবসাগর থানায় স্বয়ং এসে আত্মসমর্পণ করেছেন এএসপি শুভলক্ষী দত্ত।

জাপানের কাছে হেরে চাকরি গেল জার্মান কোচের

বার্লিন (ওয়েবডেস্ক) ঃ এই তো ৩ বছর আগেই বায়ার্ন মিউনিখকে ট্রেবলসহ সম্ভাব্য সব শিরোপা জিতিয়েছিলেন। ইওয়াখিম ল্যুভের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে এরপর থেকে তাঁর নামই বেশি উচ্চারিত হয়েছিল। জার্মানি জাতীয় দলের কোচ হয়ে ফুটবলবোদ্ধাদের প্রত্যাশাকে বাস্তবে রূপও দিয়েছেন। কিন্তু ক্লাব আর আন্তর্জাতিক ফুটবল যে এক নয়, সেটা শুরু থেকে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন হ্যান্সি ফ্লিক। যে ফ্লিকের অধীনে বায়ার্ন প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল, সেই ফ্লিকের কোচিংয়ে জার্মানি যেন জিততেই ভুলে গেছে! কাল ঘরের মাঠে জাপানের বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানে বিধ্বস্ত হওয়াটা বোধ হয় জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (ডিএফবি) অহমে একটু বেশিই আঘাত দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাই সিদ্ধান্তটা নিতেই হলো। জাপানের কাছে হারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফ্লিককে বরখাস্ত করল ডিএফবি। আজ এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। ফ্লিককে ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে ডিএফবি সভাপতি বার্নড নুয়েনডর্ফ বলেছেন, 'ফুটবল বিশেষজ্ঞ হিসেবে হ্যান্সি ফ্লিক ও তাঁর সহকারীদের আমি সম্মান জানাই। কিন্তু আমাদের কাছে প্রধান অগ্রাধিকার হলো মাঠের সাফল্য। কমিটির সদস্যদের মনে হয়েছে যে, সাম্প্রতিক হতাশাজনক ফলের পর ছেলেদের মূল দলকে অনুপ্রেরণা জোগাতে নতুন কাউকে দরকার দলকে আশাবাদ ও আত্মবিশ্বাসের চেতনায় গড়ে তোলা দরকার। তাই সিদ্ধান্তটা নিতেই হতো। ব্যক্তিগতভাবে এটা (ফ্লিককে ছাঁটাই) আমার কর্মময় জীবনের অন্যতম কঠিন সিদ্ধান্ত।'

চোট কাটিয়ে ফিরলেন মেসি, বলিভিয়ার বিপক্ষে কি খেলবেন

ইকুয়েডর (ওয়েবডেস্ক) ঃ ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচটি শেষ করতে পারেননি লিওনেল মেসি। খেলা শেষ হওয়ার একটু আগে তাঁকে মাঠ ছাড়তে হয়। আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনিকে মাঠ ছাড়ার কথা মেসি নিজেই বলেছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে বলিভিয়ার বিপক্ষে বুধবারের ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়েও তৈরি হয় শঙ্কা। তবে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের জন্য সুখবর হচ্ছে, মেসির শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কোনো সমস্যা পাওয়া যায়নি। এমনকি এর মধ্যে মেসি হালকা অনুশীলন করেছেন বলেও জানিয়েছে একাধিক আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম। তবে বলিভিয়া ম্যাচে মেসি শুরুর একাদশে থাকবেন কি না, তা এখনো জানা যায়নি। মেসির বর্তমান শারীরিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, আর্জেন্টিনা ও বলিভিয়া অনূর্ধ্ব-২৩ দলের ম্যাচ উপভোগ করার পর মেসি বুয়েনস এইরেসের একটি হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়েছেন। কিন্তু পরীক্ষায় মেসির শরীরে চোটের কোনো উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। চোটমুক্ত হওয়ায় বলিভিয়ার বিপক্ষে মেসির মাঠে নামতে কোনো বাধা নেই বলেও জানিয়েছে তারা। এর আগে ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচের পর মেসিকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়ার বিষয়ে স্কালোনি বলেছেন, 'উঠে আসার কথা লিওই বলেছিল। নইলে আমি এটা করতাম না। এখন দেখতে হবে, ওর (মেসি) কী অবস্থা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। জানি না, কী হয়েছে তার। তবে সুস্থ থাকলে বলিভিয়ার বিপক্ষে খেলবে।' বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার রাত দুইটায় বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় ম্যাচ। এর আগে গত শুক্রবার ফ্রি কিক থেকে মেসির গোলেই ইকুয়েডরকে ১-০ ব্যবধানে হারায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে বাছাইপর্বে অংশ নেওয়া ১০টি দল ১৮টি করে ম্যাচ খেলবে। পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ ৬ দল সরাসরি সুযোগ পাবে ২০২৬ বিশ্বকাপে। সপ্তম দলটিকে খেলতে হবে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফ। বাছাইপর্ব নিয়ে স্কালোনি বলেছিলেন, 'এটা কখনো সহজ হবে না। সর্বশেষ ম্যাচটাই বেশ কঠিন ছিল এবং সামনেও এমনই হবে। আমাদের সবকিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ, আমরা অজেয় নই।' এ ছাড়া বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি লা পাজে হওয়ায় কিছুটা অস্বস্তি থাকতে পারে আর্জেন্টাইনদের। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে হওয়ায় খেলোয়াড়দের বেশ ভুগতে হয় এই মাঠে। এর আগে এ মাঠে আর্জেন্টিনার ৬-১ গোলে হারের অভিজ্ঞতাও আছে। তবে বলিভিয়ার বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে সুখস্মৃতি আছে মেসির। তাঁর হ্যাটট্রিকে সেই ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনা। যদিও ম্যাচটি হয়েছিল আর্জেন্টিনার মাটিতেই।

পেলে, ম্যারাডোনা থেকে ইয়ামাল, আন্তর্জাতিক ফুটবলে অল্প বয়সে যত অভিষেক

ব্রাজিল ঃ ইউরো ২০২৪ বাছাইপর্বে গত পরশু রাতে জর্জিয়ার বিপক্ষে বদলি হিসেবে নামেন স্পেনের লামিনে ইয়ামাল। ম্যাচটিতে খেলতে নেমেই স্পেনের ফুটবলের একটি রেকর্ড নিজের করে নেন তিনি। বার্সেলোনার এই তরুণ ফরোয়ার্ড এখন স্পেনের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার। পরশু রাতে যখন তিনি মাঠে নামেন, ইয়ামালের বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর ৫৭ দিন। এর আগে স্পেনের সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলারের রেকর্ডটি ছিল ইয়ামালেরই বার্সেলোনা সতীর্থ গাভির। ২০২১ সালে ১৭ বছর ৬২ দিন বয়সে স্পেন দলে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। ১৬ বছর বা এর কম বয়সে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হওয়া আরও কয়েকজন ফুটবলারকে নিয়ে পেছন ফিরে দেখেছে বিবিসি স্পোর্ট।

হ্যারি উইলসন, ওয়েলস

অক্টোবর ২০১৩ সালের কথা। লিভারপুলের হ্যারি উইলসন তখনো ক্লাব দলের হয়ে সিনিয়র বিভাগে কোনো ম্যাচ খেলেননি। সেই সময় বেলজিয়ামের বিপক্ষে ম্যাচে এই মিডফিল্ডারকে নামিয়ে দেন সেই সময়ের ওয়েলস কোচ। উইলসনের বয়স ছিল তখন ১৬ বছর ২০৭ দিন। ওয়েলস দলে গ্যারেথ বেলের রেকর্ড ভাঙেন উইলসন। বেলের চেয়ে ১০৮ দিন কম বয়সে ওয়েলস দলে অভিষেক হয়েছে তাঁর।

সেই সময় উইলসনকে নিয়ে কথা চলছিল যে ইংল্যান্ড দলে তাঁকে ডাকা হতে পারে। দাদার দেশ ইংল্যান্ডে হওয়ায় তাদের হয়ে খেলারও সুযোগ ছিল উইলসনের। কিন্তু বেলজিয়ামের বিপক্ষে ৮৭ মিনিটে তাঁকে মাঠিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। ওয়েলসের হয়ে দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলার জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল উইলসনকে।

স্যাম জনস্টন, আয়ারল্যান্ড

মাত্র ১৫ বছর ১৫৩ দিন বয়সে আয়ারল্যান্ডের হয়ে অভিষেক হয় স্যাম জনস্টনের। অভিষেক ম্যাচটা হয়তো তিনি ভুলেই যেতে চাইবেন। ১৮৮২ সালের সেই ম্যাচে যে জনস্টনের দল ইংল্যান্ডের কাছে হেরেছিল ১৩-০ গোলে। ১৯১০ সালে মারা যাওয়া জনস্টনকে এখনো ইউরোপের দলগুলোর মধ্যে অভিষেক হওয়া সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক ফুটবলার মনে করা হয়। বেলফাস্টে জন্ম নেওয়া জনস্টন অভিষেকের পর আয়ারল্যান্ডের হয়ে আরও চারটি ম্যাচ খেলেন। তাঁর খেলা ম্যাচগুলোর একটিও জিততে পারেনি আইরিশরা। এই ৫ ম্যাচে তারা খেয়েছে ৪১ গোল, দিতে পেরেছে ৫ গোল।

মার্টিন ওডেগার্ড, নরওয়ে

আর্সেনালের বর্তমান অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ডের নরওয়ে দলে অভিষেক হয় ২০১৪ সালে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচে। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর ২৫৩ দিন। পুরো ম্যাচেই খেলেছিলেন তিনি। সেই সময় ক্লাবের হয়ে মাত্র ১৪টি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা ছিল ওডেগার্ডের। অভিষেকের সেই বছরই ওডেগার্ড ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইপর্বের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়ের রেকর্ড গড়েন। বুলগেরিয়ার বিপক্ষে জয় পাওয়া ম্যাচে মাঠে নেমে রেকর্ডটি গড়েছিলেন তিনি। ২৪ বছর বয়সী ওডেগার্ড কাল পর্যন্ত নরওয়ের হয়ে খেলেছেন ৫১ ম্যাচ।

পেলে, ব্রাজিল

অভিষেকের পরের বছরই বৈশ্বিক তারকা বনে যান পেলে। সেটা ১৯৫৮ বিশ্বকাপে আলো ছড়ানোর কারণে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ফ্রান্সের বিপক্ষে সেই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হ্যাটট্রিক করেন পেলে। ব্রাজিলকে শিরোপা জেতাতে ফাইনালে স্বাগতিক সুইডেনের বিপক্ষে করেছেন জোড়া গোল। এরপর আরও দুটি বিশ্বকাপে জেতেন পেলে। কিংবদন্তি এই পেলের ব্রাজিল দলে অভিষেক ১৯৫৭ সালের ৭ জুলাই। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর ৯ মাস। বিখ্যাত মারাকানা স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে সেই ম্যাচে গোলও করেছিলেন পেলে।

স্যামুয়েল ইতো, ক্যামেরুন

১৯৯৭ সালে স্যামুয়েল ইতো ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়। সেই সময় ১৬তম জন্মদিনের ঠিক আগের দিন কোস্টারিকার কাছে ৫-০ গোলে হেরে যাওয়া ম্যাচে ক্যামেরুন দলে অভিষেক হয় ইতোর। পরবর্তী সময়ে ক্যামেরুনের হয়ে ১১৮ ম্যাচ খেলে ৫৬ গোল করেছেন বার্সেলোনার সাবেক ফরোয়ার্ড। বর্তমানে ক্যামেরুনের ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ইতো দেশটির ইতিহাসে সর্বকালের সেরা গোলদাতা।

ডিয়েগো ম্যারাডোনা, আর্জেন্টিনা

১৯৭৭ সালে হাঙ্গেরির সঙ্গে এক প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনা দলে অভিষেক হয় ম্যারাডোনার। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর ১২০ দিন। তবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ম্যারাডোনা প্রথম গোল পেয়েছেন অভিষেকের ২ বছর পর, স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে। পরে তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৮৬ বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে আর্জেন্টিনা। ২০২০ সালে না-ফেরার দেশে পাড়ি জমানো ম্যারাডোনা দেশের হয়ে ৯১ ম্যাচ খেলে করেছেন ৩৪ গোল। ২০০৮ থেকে ২০১০-এ দুই বছর আর্জেন্টিনার কোচের দায়িত্বও পালন করেন ম্যারাডোনা।

লুকাস কেনেত, নর্দার্ন মারিয়ানা আইল্যান্ডস

সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক ফুটবলার মনে করা হয় নর্দার্ন মারিয়ানা আইল্যান্ডের লুকাস কেনেতকে। ২০০৭ সালে গুয়ামের কাছে ৯-০ গোলের হারের ম্যাচে অভিষেকের দিন কেনেতের বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর ২ দিন। যদিও এ দলটি ফিফার সদস্য নয়। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১২ সালে ওই গুয়ামের বিপক্ষেই নর্দার্ন মারিয়ানা আইল্যান্ডসে ১৪ বছর বয়সী আরও তিনজন ফুটবলারের অভিষেক হয়।

বৃষ্টি রিজার্ভ ডেতে নিয়ে গেল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ

কোলম্বো ঃ প্রথম ইনিংসে ২৪.১ ওভার হওয়ার পর রিজার্ভ ডেতে গড়িয়েছে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ভারত ও পাকিস্তানের ম্যাচ। খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে ২ উইকেট হারিয়ে ১৪৭ রান তুলেছে ভারত, ভারতের দুই ওপেনার রোহিত শর্মা ও শুবমান গিল পেয়েছেন ঝোড়ো ফিফটির দেখা। দুজন ফেরার পর বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুলের তৃতীয় উইকেট জুটি অবিচ্ছিন্ন। নিয়ম অনুযায়ী, আগামীকাল এখান থেকেই শুরু হবে ভারতের ব্যাটিং। বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে খেলা।

কলম্বোর আবহাওয়া নিয়ে শঙ্কা ছিল আগে থেকেই। টুর্নামেন্টের মাঝপথে রেগুলেশনে পরিবর্তন এনে এ ম্যাচে রাখা হয় রিজার্ভ ডে। শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন পড়ল সেটিরই। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৫০ মিনিটের দিকেও আম্পায়াররা আশা করেছিলেন যে ৯টা ৩০ মিনিটে ৩৪ ওভারের ম্যাচ শুরু হতে পারে। তবে এর কিছুক্ষণ পরই ফিরে আসে বৃষ্টি। এরপর দিনের খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। তবে আজ খেলা শুরুর আগে ঝলমল করছিল রোদ। তাতে টসে জিতে ফিল্ডিং নেয় পাকিস্তান। পাল্লেকেলেতে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে দাপট দেখিয়েছিলেন পাকিস্তান পেসাররা, এবার শুরুতে সে দাপট দেখান রোহিত ও গিল। প্রথম ওভারের শেষ বলে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে ফ্লিক করে ছক্কা মারেন রোহিত, পরের ওভারে নাসিম শাহকে মারেন চার। রোহিতের শুরু করা সেই পার্টিতে গিল যোগ দেন তৃতীয় ওভারে আফ্রিদিকে ৪ বলের মধ্যে ৩ চার মেরে। ১০ ওভারে ভারত তোলে ৬১ রান। বাউন্ডারি উৎসবের শুরুটা রোহিত করলেও শুরুতে বেশ ধীরগতির ছিলেন ভারত অধিনায়ক। প্রথম ৩০ বলে মাত্র ১৮ রান ছিল তাঁর। সেই তিনিই ফিফটি পূর্ণ করেন মাত্র ৪২ বলে। পাকিস্তানের মাঝের ওভারগুলোয় স্পিন-বোলিংয়ের দুর্বলতা আগের ম্যাচেও কাজে লাগিয়েছিল ভারত। এবার শাদাবের ওপর চড়াও হন রোহিত। এ লেগ স্পিনারের প্রথম ২ ওভারেই আসে ৩১ রান। এরপরও শাদাবকে বোলিংয়ে রাখেন বাবর, প্রথম ব্রেকথ্রুও মেলে তাতেই। গতি কমিয়ে এনে অফ স্টাম্পের বাইরে ঝুলিয়ে দেওয়া বলে এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে তুলে মারতে গিয়ে টাইমিংয়ে গড়বড় করে ফেলেন রোহিত, বাঁ দিকে অনেকটা ছুটে ভালো ক্যাচ নেন ফাহিম আশরাফ। ভারতের ওপেনিং জুটি ভাঙে ১২১ রানে। রোহিত থামেন ৪৯ বলে ৫৬ রানে।

প্রথম ব্রেকথ্রুর পরই আফ্রিদিকে ফেরান বাবর। পাকিস্তানের প্রিমিয়াম পেসার প্রথম ৩ ওভারে দিয়েছিলেন ৩১ রান। তিনিও সফল হন স্লোয়ারে। গতির বৈচিত্র্যে ধোঁকা খেয়ে কাভারে ক্যাচ তোলেন গিল। রোহিতের আগেই ফিফটি পূর্ণ করেছিলেন তিনি মাত্র ৩৭ বলে। ৫২ বলে ৫৮ রানের ইনিংসে তিনি মারেন ১০টি চার।

২ ওভারে ২ উইকেট নিয়ে দারুণভাবে ম্যাচে ফেরে পাকিস্তান। কোহলির সঙ্গে এ ম্যাচ দিয়ে ফেরা রাহুলের ওপর তখন ইনিংস পুনর্গঠনের দায়িত্ব। বৃষ্টি নামার আগে ৬.২ ওভার নিরাপদেই পার করেন তাঁরা।

বৃষ্টির পর আজ আর খেলা শুরু হয়নি বলে আগামীকাল আবারও ৫০ ওভার খেলার চেষ্টা করা হবে। তবে এ ম্যাচ রিজার্ভ ডেতে গড়ানোর অর্থ, ভারতকে খেলতে হতে পারে পরপর দুদিন দুটি ম্যাচ। আগামী পরশুই যে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ম্যাচ তাদের। সে ক্ষেত্রে যদি আগে বোলিং করতে হয় ভারতকে, তাহলে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে তাদের করতে হতে পারে ১০০ ওভার বোলিং।

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী নারীরা, যারা অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন

লাহোর (ওয়েবডেস্ক)ঃ এয়সান দৌলত বেগম সাহেব ছিলেন মেজাজি এবং কৌশলী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী ও বুদ্ধিমতী একজন নারী। তার পরামর্শেই বেশির ভাগ কাজ করা হতো।

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবর, নিজের স্মৃতিকথা 'বাবরনামা'তে তার নানী সম্পর্কে এমন কথা বলেছেন। ওই বইয়ের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, ১৪৯৪ সালে বাবরের পিতার মৃত্যুর পর বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে এয়সান দৌলত বেগম, বাবরের পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে পাশে ছিলেন।

প্রকৃত ক্ষমতা এবং কার্য পরিচালনার ভার তাঁর হাতে ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে দেখা গেছে, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী পুরুষদের একেকজনের দৃঢ় ব্যক্তিত্বের দিগ্বিজয়ী সম্রাট হয়ে ওঠা কিংবা তাদের মানস তৈরি অথবা পেছন থেকে তাদের পরিচালনায় ছিলেন কোন একজন অসামান্য নারী, যারা বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষনতার মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন অগাধ শ্রদ্ধা আর বিপুল প্রভাব।

রাজকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বা যুদ্ধবিগ্রহে তাদের অনেকের অংশগ্রহণ ছিল, ডিক্রি বা ফরমান জারি, সংকেত দেয়া বা পরোয়ানা প্রদানসহ নানা ধরণের সরকারি নথি জারি করার ক্ষমতাও ছিল কারো কারো।

মুঘল সম্রাট তার মায়ের পালকি বহন করতেন

মুঘল আমলে, ফার্স্ট লেডি হতেন সাধারণত সম্রাটের মা, সম্রাটের স্ত্রী নন। সম্রাটের মায়ের মৃত্যুর পর তার জায়গা রানী নিতে পারতেন।

বাবর থেকে শুরু করে সব মুঘল সম্রাটেরই মায়ের প্রতি সম্মানের বিষয়টি সুবিদিত ছিল। তবে, এক্ষেত্রে নুরজাহান এবং মমতাজ মহল অবশ্য ব্যতিক্রম ছিলেন। তারা রানী হিসেবেই ফার্স্ট লেডির মর্যাদা পেয়েছিলেন।

ইতিহাসবিদ এস এম এডওয়ার্ডস, 'বাবর, ডায়েরিস্ট অ্যান্ড ডিসপোট'-এ লিখেছেন যে নানী এয়সান দৌলত বেগম এবং মা কুতলুঘ নিগার সম্রাট বাবরের জীবন গঠনে প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন।

বাবর তার বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা তার মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন।

রাধে শ্যাম তার 'বাবর' বইয়ে লিখেছেন যে জিহাদের সময় মা কুতলুঘ নিগার খানম বাবরের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা ছিলেন। তুর্কি এবং ফার্সি ভাষায় শিক্ষিত, খানম তার ছেলে বাবরের বেশিরভাগ অভিযানে এবং রাজত্বকালে তার সাথে ছিলেন।

বাদাখশান এবং ট্রান্সএক্সোনিয়ার মতো দূরবর্তী অভিযানে বাবর তার স্ত্রী অর্থাৎ হুমায়ুনের মা মাহাম বেগমকেও পাশে পেয়েছিলেন।

ইতিহাসবিদ রোমারগুডেনের মতে, মাহাম শক্তিশালী ও প্রাণোচ্ছল নারী ছিলেন, এবং ধারণা করা হয় বাবর তাকে কখনো কোন কিছু করতে নিষেধ করেননি।

বিবি মুবারাকাও ছিলেন বাবরের কাঙ্ক্ষিত স্ত্রীদের একজন। তাকে বিয়ে করার ফলে ইউসুফজাই বংশের সাথে বাবরের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় এবং আফগানিস্তানের উপর তার দখল জোরদার হয়।

তবে, মাহাম বেগম উচ্চ পদে আসীন ছিলেন এবং সিংহাসনে তাকে তার স্বামীর সাথে বসতে দেওয়া হতো। গবেষক এস এ তিরমিজি লিখেছেন, হুমায়ূন তার মা মাহাম বেগমের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার কারণে সৌভাগ্যবান ছিলেন। মাহাম বেগম সুশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী এবং বড় মনের অধিকারী ছিলেন।

সম্রাট হুমায়ুনের বোন গুল বদন বেগম 'হুমায়ুন নামা' লিখেছিলেন, যা ছিল ১৬ শতকের মুঘল ভারতে একজন নারীর লেখা একমাত্র বই।

মাহাম বেগম, গুল বদনকে দেখাশোনা করতেন এবং তিনিই তাকে পড়ালেখা শিখিয়েছেন। যখন হুমায়ুনকে বাদাখশানের গভর্নর হিসেবে প্রথম দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন তার প্রশিক্ষণের সময়ে মাহাম বেগম পুত্রের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

হুমায়ুনকে রাজ সিংহাসনের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে গড়ে তুলতে মাহাম বেগমের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।

লেখক রুবি লাল, ব্রিটিশ লেখক এএস বেভারিজকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, স্ত্রী এবং রানী মা দুটি ভূমিকায়, মাহাম বেগমকে প্রজ্ঞা, মর্যাদা এবং কর্তৃত্বের সমন্বয়ে একজন বিচক্ষণ নারী বলে মনে করা হতো।

যিনি তার সন্তানদের নানা ধরণের পরামর্শ এবং নির্দেশনা দিতে পছন্দ করেন। নেতৃত্ব দেওয়া এবং তার পরিবারের নাম ও সম্মান বজায় রাখাকে তিনি তার কর্তব্য বলে মনে করতেন। এর বাইরে রাজনৈতিক বিষয়ে হামিদা বানু বেগমের ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ, যিনি অনেক কষ্টে হুমায়ূনকে বিয়ে করতে রাজি হন।

এই ঘটনাটি 'হুমায়ুন নামা'তে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে - ৪০ দিন ধরে হামিদা বানু বেগম (বিয়ে করতে) অনিচ্ছুক ছিলেন এবং তিনি কোনোভাবেই রাজি হচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত আমার মা দিলদার বেগম তাকে বলেন যে, তার তো কাউকে না কাউকে বিয়ে করতেই হবে। তাহলে রাজার চেয়ে ভালো আর কে হতে পারে? উত্তরে বেগম বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি তাকেই বিয়ে করবো যার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারবো। তাকে বিয়ে করবো না যার পা পর্যন্ত আমার হাত পৌঁছাবে না। আমার মা তাকে অনেক উপদেশ দিয়ে অবশেষে রাজি করান।

তাকে মরিয়ম মাকানি উপাধি দিয়েছিলেন তার ছেলে সম্রাট আকবর। বিয়ের পর হামিদা বানুকে হুমায়ুনের সঙ্গে দীর্ঘ সময় প্রবাসে কষ্টকর সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সিন্ধুর অমরকোটে আকবরের জন্মের এক বছরের মধ্যে, তাকে একজন ধাত্রীর কাছে রেখে, তিনি হুমায়ুনের সাথে কান্দাহার এবং তারপর পারস্যের বিপদজনক যাত্রায় অংশ নেন।

হুমায়ুনের আস্থাভাজন আমির মুনাইম খানের নাতনির সাথে আকবরের বিয়ের ব্যবস্থা করে বৈরাম খানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা একটি রাজনৈতিক জোট গঠন করেন। হামিদা বানু রাজকীয় হারেমে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তার ফরমান জারি করার অধিকার ছিল। 'হুমায়ুন নামা' অনুসারে, রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের পর, যাকে জশন-ই-জুলুস বলা হয়, সম্রাট প্রথমে তার মা এবং পরে অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে দেখা করতেন।

ইতিহাসবিদ আবুল ফজল লিখেছেন যে, আকবর তার মা মরিয়ম মাকানিকে খুব সম্মান করতেন এবং তাকে স্বাগত জানাতে রাজধানী থেকে বের হয়ে যেতেন।

একবার আকবরের মাকে পালকিতে করে লাহোর থেকে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হয়।

আকবর, যিনি তাঁর সাথে ভ্রমণ করছিলেন, তাঁর পালকি কাঁধে করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতেন এবং নদীর এক তীর থেকে অন্য তীরে নিয়ে যেতেন। 'আকবরনামা'তে লেখা আছে যে একবার শাহজাদা সেলিমকে অতিরিক্ত মদ্যপান ও খারাপ সঙ্গের কারণে সম্রাট আকবর কিছু সময়ের জন্য তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে মায়ের অনুরোধে সেটি প্রত্যাহার করে নেন। জাহাঙ্গীর তার মা যোধাবাইকে (মারিয়াম-উজ-জানি) অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। যুবরাজ সেলিম একবার বিদ্রোহ করেন এবং এলাহাবাদে রাজকীয় অবস্থান গ্রহণ করেন। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আকবর তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত উপদেষ্টা আবুল ফজলের সাহায্য নেন। কিন্তু পথে আবুল ফজলকে হত্যা করেন সেলিম। আকবর খুবই কষ্ট পান এবং ক্ষুব্ধ হন। মরিয়ম মাকানি এবং গুল বদন বেগম, সেলিমকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য সম্রাটের কাছে অনুরোধ করেন।

আকবর তাদের অনুরোধ মেনে নেন এবং তার ফুফু গুল বদন ও স্ত্রী সালিমা সুলতানা বেগমকে বলেন রাজকুমার যেন তার কাছে ক্ষমা চায় এবং তাকে যেন আদালতে হাজির করা হয়। পরে স্ত্রী সালিমা ও সৎ মা মাহ চুচাক বেগমের মেয়ে বখতুল-নিসা দুজনের মধ্যে মীমাংসা করেন। এই সেলিম, সম্রাট জাহাঙ্গীর হন।

তুজুক-ই জাহাঙ্গীরীর মতে, জাহাঙ্গীর তার মা যোধাবাইকে যার আনুষ্ঠানিক নাম রাখা হয়েছিল মারিয়াম-উজ-জানি, তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

তার বাড়িতে সম্রাটের ওজন করা হতো এবং রাজকুমারদের বিয়ে দেয়া হতো।

মাহাম বেগমের মৃত্যুর পর বাবর তার বড় বোন খানজাদা বেগমকে বাদশাহ বেগম উপাধি দিয়ে হারেমের প্রধান করেন। গুল বদন তাকে 'প্রিয়তম নারী' বা 'আকে জনম' বলে সম্বোধন করতেন।

হুমায়ুনের শাসনামলে তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। সেসময় খানজাদা বেগম হুমায়ুন এবং তার ভাই হিন্দাল, কামরান এবং আসকারির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করেন।

গুল বদন বেগম 'হুমায়ুন নামা'য় অনেক উদাহরণ দিয়েছেন যেখানে বোনদের প্রতি বাবর এবং হুমায়ুনের ভালবাসার চিত্র ফুটে ওঠে। বোন বিধবা হলে ভাই তাকে আশ্রয় দিতে সদা প্রস্তুত থাকতেন।

গুল মিশকা বেগম বিধবা হলে হুমায়ুন তাকে আগ্রায় ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেন। জাহাঙ্গীর তার স্মৃতিচারণে তার বোন শুকর-উল-নাসা বেগম এবং উরম বানু বেগমের কথা স্নেহের সাথে উল্লেখ করেছেন, যদিও তারা ভিন্ন মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

মুঘল সম্রাটরা তাদের কন্যাদের খুব ভালোবাসতেন। তাদের শিক্ষিত করে তুলতে এবং প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে নানা ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হত।

কিন্তু তাদের অনেকেই, বিশেষ করে আকবরের আমলে তারা অবিবাহিত থাকতেন। মানুচির মতো অনেক লেখক এবং বিদেশে ভ্রমণকারীরা আকবরকে এই ঐতিহ্যের সূচনা করার জন্য দায়ী করেন।

তবে অনেক লেখক এতে একমত হননি। তাদের মতে, আকবর তার বোন ও কন্যাদের যোগ্য পুরুষদের সাথে বিয়ে করাতেন। তবে আকবর নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে পছন্দ করতেন না।

শাহজাহানের সময় পর্যন্ত রাজকন্যাদের বিয়েতে কিছু বিধিনিষেধ ছিল। এটি সম্ভবত সিংহাসনের দাবিদারদের সংখ্যা সীমিত করার জন্য করা হয়েছিল।

কিন্তু আওরঙ্গজেব তার কয়েকজন কন্যা এবং ভাতিজিকে ভাই-বোনের সন্তানদের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন।

মুঘল রাজকন্যাদের শিক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হতো।

বাবরের কন্যা, যিনি সাহিত্যকর্মে নিযোজিত ছিলেন, তিনি ছিলেন গুল বদন বেগম। তিনি 'হুমায়ুন নামা' লেখার জন্য ব্যাপক পরিচিত ছিলেন।

আকবরনামা অনুসারে, হুমায়ুনের স্ত্রী বেগা বেগম, যিনি হাজী বেগম নামেও পরিচিত, একজন শিক্ষিত নারী ছিলেন। তিনি লেখালেখি করতে জানতেন এবং ওষুধ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন।

হুমায়ুনের ভাতিজি সালিমা সুলতানা বেগম ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন।

সম্রাট আকবরের নিজস্ব আনুষ্ঠানিক শিক্ষা খুবই কম ছিল। তবে তিনি শিক্ষাদীক্ষা বিস্তারে এবং রাজকুমার ও রাজকন্যাদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন।

কথিত আছে যে তিনি তার ফতেহপুর সিক্রি প্রাসাদে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুঘল রাজকন্যাদের প্রাসাদের অভ্যন্তরে শিক্ষিত নারী বা বয়স্ক পুরুষদের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হত।

আকবরের শাসনামলে জান বেগম নামে এক নারীকে কুরআনের তাফসীর লেখার জন্য সম্রাটের পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার দিনার পুরস্কার দেয়া হয়েছিল।

শাহজাহান এবং রানী মমতাজ বেগমের কন্যা জাহান আরা তার জ্ঞান ও মাধুর্যের জন্য পরিচিত ছিলেন। চিশতী রাজবংশের প্রবীণদের উল্লেখ করে তাঁর লেখা 'মনুস-উল-আরওয়াহ' আজও গবেষকদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি বই।

মুঘল রাজকন্যাদের মধ্যে জাইব-উল-নিসা একজন খ্যাতনামা কবি এবং সাহেব দেওয়ান ছিলেন। তাঁর ফারসি গজলগুলো অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল। ইতিহসবিদ সোমা মুখার্জি লিখেছেন যে, রানী যদি নিঃসন্তান হন তবে তাকে অন্য নারীর সন্তান দত্তক নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো। হুমায়ুনের মা মাহাম বেগম হুমায়ুনের জন্মের পর চার সন্তানকে হারান। পরে হুমায়ুনকে লালন পালন করেন সম্রাট বাবরের দ্বিতীয় স্ত্রী দিলদার বেগমের সন্তান হিন্দাল এবং গুল বদন। আকবরের প্রথম স্ত্রী রুকাইয়া সুলতান বেগম নিঃসন্তান ছিলেন। পরে শাহজাদা সেলিমের পুত্র খুররম জন্ম নেয়ার পর তাকে রুকাইয়া সুলতানের হাতে তুলে দেয়া হয়। আরেক ইতিহসবিদ ইরা মুখোতির মতে, আকবর বিধবাদের পুনরায় বিয়ে করতে উৎসাহিত করতেন। তিনি বিধবা ও বিবাহবিচ্ছেদকে কলঙ্ক হিসেবে বিবেচনা করেননি। তার সামনে খানজাদা বেগমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল, যিনি দুবার তালাকপ্রাপ্ত ছিলেন। তারপরও উচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শুরুতে সতীদাহ প্রথা চর্চাকারী নারীদের প্রশংসা করলেও পরে, তিনি প্রথাকে ঘৃণা করতে শুরু করেন এবং যেসব যারা এর সমর্থন করতেন তাদের সমালোচনা করেন। আবুল ফজলের মতে, পুত্র সন্তান জন্মের সময় সম্রাট আকবর যেমন বিশাল উদযাপন করতেন ঠিক কন্যা সন্তান জন্মের সময়ও তিন ধুমধাম আয়োজনের আদেশ দিতেন। সম্রাট আকবর সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ প্রথা অপছন্দ করতেন। আকবর বিবাহ সংক্রান্ত নিয়ম জারি করেন এবং শহরগুলোয় কোতোয়ালদের দায়িত্ব আরোপ করেন যেন যথাসম্ভব এই ধরনের প্রথা বন্ধ করা যায়।

মুঘল সম্রাটদের সম্মান তাদের মা বা বোনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাবর যখন রাজা ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করেন, তখন তিনি তার মাকে সম্মান করেছিলেন, তাকে জমি এবং একটি প্রাসাদ দিয়েছিলেন। বাবর তাকে 'মা' বলে ডাকতেন। কিন্তু তারা সম্রাটের খাবারে বিষ মেশানোর ষড়যন্ত্র করেছিল এম তথ্য পাওয়া যায়। সম্রাট খুব কম খাবার খেয়েও অসুস্থ হয়ে পড়ন। পরে জানা যায়, ইব্রাহিমের মায়ের দেওয়া বিষের কারণে এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাবর তার প্রতি নম্র ছিলেন। ষড়যন্ত্রে জড়িত অন্যদের হত্যা করা হলেও ওই নারীকে কাবুলে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু রক্ষীদের হাত থেকে পালিয়ে তিনি সিন্ধু নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। নিজের মা ছাড়াও সম্রাট হারেমের অন্যান্য জ্যেষ্ঠ নারীদেরও সম্মান করতেন। বাবর নিজে প্রায়ই তাদের কাছে যেতেন। তাদের কেউ এসেছে খবর পেলে তিনি তাদের স্বাগত জানাতে মাঝে মাঝে পায়ে হেঁটে বের হতেন।

'হুমায়ুন নামা'য় লেখা আছে যে তিনি শুক্রবারে বয়স্ক নারীদের সাথে দেখা করতেন।

একবার খুব গরম পড়েছিল। রানী বললেন, বাইরে তাপের স্রোত বইছে, ওই এক শুক্রবার সেখানে না গেলে কী হবে? উত্তরে বাবর বললেন, যাদের বাবা-ভাই নেই, তাদের মন যদি খুশি না হয়, তবে আমাকেই তা করতে হবে।

তার পিতার মতো, হুমায়ুন ব্যক্তিগতভাবে হারেমের বয়স্ক নারীদের সাথে দেখা করতেন এবং তাদের সাথে সদয় হয়ে কথা বলতেন। তার সম্মানে অনুষ্ঠানেরও আযোজন করা হতো। আকবর তার দাদী গুল বদনকেও খুবই ভক্তি করতেন, তার অনুরোধেই গুল বদন 'হুমায়ুন নামা' লেখেন। মুঘল হারেমে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, ইরানী, তুরানি, পর্তুগিজ এবং অন্যান্য অনেক ইউরোপীয় জাতীয়তা এবং দেশের বিভিন্ন দেশের নারীরা ছিলেন।

বাবর হারেমের নারীদের পরগণা দেওয়ার প্রথা চালু করেন। পরগনা হল কয়েকটি মৌজা নিয়ে গঠিত এলাকা যেখান থেকে রাজস্ব আদায় করা হত। তিনি ইব্রাহিম লোদির মাকে সাত লাখ টাকার একটি পরগনা দিয়েছিলেন। তিনি হারেমের নারীদের জন্য কিছু বাড়ি এবং জমিও বরাদ্দ করেছিলেন। হুমায়ুন সুফি ভোজে হারেমের নারীদের আশরাফি ও শাহরাখী আকারে মূল্যবান উপহার দিতেন। এই অর্থ দিয়ে, তাদের দৈনন্দিন প্রযোজন ছাড়াও, রাজকীয় নারীরা দাতব্য কাজ এবং ভোজের আযোজন করতেন। বাবরের মৃত্যুর পর মাহাম বেগম দিনে দুবেলা মানুষদের খাওয়াতেন। তিনি ১৫৩০ সালে হুমায়ুনের সিংহাসনে আরোহণের জন্য একটি দুর্দান্ত ভোজের আযোজন করেন এবং সাত হাজার লোককে খাওয়ান। হুমায়ুনের স্ত্রী হাজী বেগমও তার ব্যক্তিগত ভাতার একটি বড় অংশ দাতব্য কাজে ব্যয় করতেন। তিনি মক্কায় হজে প্রচুর দান-খয়রাত করেন। হারেমের এই রাজকীয় নারীরা প্রিয়জনকে বিশেষ অনুষ্ঠানগুলোয় মূল্যবান উপহার দিতেন।

প্রকৃত মা ছাড়াও মুঘল পরিবারে পালক মাও ছিলেন। এই পালক মায়েরা, যাকে বলা হয় অঙ্গাস, তারা মুঘলদের অত্যন্ত সম্মানের পাত্র ছিলেন। আকবরের পালক মা মাহিম অঙ্গাস ছিলেন সম্রাটের পর সবচেয়ে শক্তিশালী নারী। জাহাঙ্গীর তার পালিত মায়ের মৃত্যুর কথা তার স্মৃতিকথা 'তাজক জাহাঙ্গীরী'তে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন - কুতুবউদ্দিন খান কোকার মা, যিনি আমাকে লালন-পালন করেছেন এবং আমার কাছে মায়ের মতো ছিলেন। তিনি আমার আপন মায়ের চাইতেও সদয় ছিলের। কিন্তু আল্লাহর রহমত নিয়ে আমার সেই মা চলে গেছেন। তার লাশ বহনকারী খাটিয়ার যেদিকে পা ছিল, সেই অংশটি আমি কাঁধে নিয়েছি, এবং তাকে কবর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গিয়েছি। তীব্র যন্ত্রণায়, কয়েকদিন ধরে কিছু খেতে ইচ্ছে করেনি, জামাকাপড় বদলাতেও মন চায়নি।

ইতিহাসবিদ ফজল হুসেন লিখেছেন যে, মুঘল হারেমে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, ইরানী, তুরানি, পর্তুগিজ এবং অনেক ইউরোপীয় জাতীয়তা এবং বিভিন্ন দেশের নারীরা ছিলেন। এইভাবে, তারা পরোক্ষভাবে তাদের স্বামী এবং অন্যদের বিভিন্ন ভাষা শেখাতেন এবং তাদের বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও শিল্পের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজদীপ সিনহা, অন্নপূর্ণা সিংহদাস গবেষণাপত্রে দেখেছেন যে, মুঘল ভারতে রাজবংশের নারীদের অনেক আইনি অধিকার এবং অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাদের ডিক্রি বা ফরমান জারি, সংকেত দেয়া বা পরোয়ানা দেয়াসহ নানা ধরণের সরকারি নথি জারি করার ক্ষমতা ছিল। শাহজাহানের শাসনামলে শাহী সীলমোহরটি রানী মমতাজ মহলের কাছে হস্তান্তর করা হয়। মমতাজ মহলের মৃত্যুর পর এটি বেগম সাহেবা অর্থাৎ মেয়ে জাহান আরাকে দেওয়া হয় । ঝাড়ুকা দর্শনে সম্রাটের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের রানী নূরজাহানকেও দেখা গিয়েছিল। এভাবে প্রশাসন কার্যত নূরজাহানের হাতে চলে আসে এবং তার সম্মতি ছাড়া রাষ্ট্র সংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হতো না। জাহাঙ্গীরের রাজকীয় আদেশের সাথে নুরজাহানের সীলমোহর এবং স্বাক্ষরও লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের সময়কার রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রায়ও নুরজাহানের নাম খোদাই করা ছিল। জাহাঙ্গীরের নির্দেশে তিনি ১০০টি রত্ন পান। তাকে নুরজাহান বাদশা বেগম বলা হতো। জার্মান প্রাচ্যবিদ অ্যান মেরি শ্মাল জাহাঙ্গীরের এই কথাগুলো লিখেছেন - আমি নুরজাহানকে প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করেছি আমি রক্ত মাংসের মানুষ ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু ভাষ্যকার আলেকজান্ডার ডাও বলেছেন - নুরজাহান সমস্ত বিধিনিষেধ ও প্রথা ভেঙ্গে জাহাঙ্গীরের দুর্বলতার চেয়ে নিজের যোগ্যতায় ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
সোমবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
11-09-2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

'ইসলামি ব্যাংকিং আদর্শ থেকে দুর্দশাগ্রস্ত'

ঢাকা ঃ ইসলামী ব্যাংকিং আদর্শ থেকে দুর্দশাগ্রস্ত' বণিক বার্তার প্রধান শিরোনাম এটি। বাংলাদেশের ইসলামী ধারার ব্যাংকের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে এ প্রতিবেদন। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এক সময় ইসলামী ধারার ব্যাংকিং দ্রুত জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখার আগেই আস্থার সংকটের মুখে পড়েছে ইসলামী ধারার ব্যাংকিং। আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে এ ধারার ব্যাংকিং এখন দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হয়েছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, বাংলাদেশে শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের সূচনা হয়েছিল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের হাত ধরে। পরবর্তিতে আরও বেশ কিছু ব্যাংক এ কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, গত তিন দশকে প্রচলিত ধারার ব্যাংকিংয়ের চেয়ে ইসলামী ধারার ব্যাংকিংয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু প্রথমবারের মতো গত এক বছরে এ ধারার ব্যাংকগুলো পিছিয়ে পড়েছে। এ সময়ে প্রচলিত ধারার ব্যাংকিংয়ের চেয়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে অনেক কম। জি২০ সম্মেলনের নানা খবর ঘিরে প্রধান শিরোনাম করেছে প্রায় সব কয়টি জাতীয় পত্রিকা। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সেলফির ছবিটি ছাপিয়েছে সবাই।

জি২০কে যে কায়দায় কাজে লাগালেন নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি (এজেন্সী) ঃ জি২০ বা 'গ্রুপ অব টোয়েন্টি' হল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী কুড়িটি অর্থনীতির একটি জোট, যা ১৯৯৯ সালে 'এশিয়ান ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিসে'র পর প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল।

তবে গোড়ার দিকে এই কুড়িটি দেশের অর্থমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নররাই এই জোটে প্রতিনিধিত্ব করতেন। পরে এই দেশগুলোর সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানরাই জোটের মুখ হিসেবে দেখা দেন, আর ২০০৯ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন বা সামিট আয়োজিত হতে থাকে। বিগত এক যুগেরও বেশি সময়ে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে লন্ডন, পিটসবার্গ থেকে হাংঝৌ, টরন্টো থেকে ব্রিসবেন কিংবা ওসাকা থেকে আন্তালায়া - বিশ্বের বহু শহরই এই সামিট আয়োজন করেছে।

জোটের বর্তমান চেয়ার বা সভাপতি ভারত, আর তাই ভারতের রাজধানী দিল্লিতেই এই মুহুর্তে চলছে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বা রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দিল্লিতে নিজেরা না এসে তাদের ডেপুটিকে পাঠিয়েছেন, তবে এছাড়া বিশ্বের সব উল্লেখযোগ্য বিশ্বনেতারাই জোটের বৈঠকে যোগ দিতে এই মুহুর্তে দিল্লিতে।

এই সম্মেলনের আয়োজনকে কেন্দ্র করে দিল্লি শহর যেরকম অপূর্ব সাজে সেজে উঠেছে এবং গোটা ভারত জুড়ে জি২০কে ঘিরে যে ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা প্রায় নজিরবিহীন।

পর্যবেক্ষকরা সবাই এক বাক্যে বলছেন, এর আগেও বহু দেশ জি২০র 'চেয়ার' বা রোটেটিং প্রেসিডেন্সির দায়িত্ব পেয়েছে - কিন্তু ভারতের মতো কেউই এতটা দক্ষতার সঙ্গে এই সুযোগটাকে রাজনৈতিক বা কূটনৈতিকভাবে কাজে লাগাতে পারেনি।

একদিকে উন্নয়নশীল বিশ্ব বা 'গ্লোবাল সাউথে'র নেতৃস্থানীয় কন্ঠস্বর হিসেবে ভারত এর মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

অন্য দিকে দেশের ভেতরেও জি২০র প্রেসিডেন্সির বিষয়ে জোরালো প্রচারণা চালিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বিশ্বের মঞ্চেও ভারতের গুরুত্ব ও মর্যাদা এখন আলাদা।

আগামী বছরের সাধারণ নির্বাচনে এই বিষয়টা নরেন্দ্র মোদীকে বাড়তি সুবিধা দিতে পারে বলেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন।

সব মিলিয়ে জি২০র সভাপতিত্বকে ভারতের নরেন্দ্র মোদী সরকার যেভাবে সদ্ব্যবহার করেছে - তার কোনও তুলনা আগেও কখনো দেখা যায়নি, পরেও কখনো হবে কি না

সন্দেহ!

'বিশ্বগুরু' ভারত

নরেন্দ্র মোদী সরকার তাদের দ্বিতীয় মেয়াদের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতকে 'বিশ্বগুরু' হিসেবে তুলে ধরার কথা বলতে শুরু করেছিল।

ভারতে কোভিড ভ্যাক্সিন বানানো শুরু হওয়ার পর ভারত যখন বিভিন্ন দেশে তা রপ্তানি শুরু করে, তখনই এই শব্দবন্ধটির প্রচলন শুরু হয়।

বিশ্বগুরু বলতে বোঝানো হত যারা সারা দুনিয়ার মুর্শিদের কাজ করবে, পথ দেখাবে।

গত নভেম্বরে জাকার্তায় জি২০ সামিটের পর যখন জোটের প্রেসিডেন্সি ভারতের হাতে আসে, তখন থেকেই বিশ্বগুরু শব্দটি এ দেশে একটি আলাদা মাত্রা পায়।

গত বছরের শেষ দিক থেকেই ভারতের ছোটবড় বিভিন্ন শহর ছেয়ে যায় জি২০র বিশাল বিশাল পোস্টার ও ব্যানারে, যাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাস্যোজ্জ্বল মুখের বিশাল ছবির সঙ্গে তুলে ধরা হতে থাকে বিশ্বনেতাদের ছবি।

নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে সারা পৃথিবীর তাবড় নেতারা দিল্লিতে আসছেন ও এক মঞ্চে মিলিত হচ্ছেন, এই জিনিসটাকে দারুণ সফলভাবে বিজ্ঞাপন করা হতে থাকে। দিল্লিতে রাজনৈতিক বিশ্লেষক রাজেশ চতুর্বেদীর কথায়, তখন থেকেই নরেন্দ্র মোদী আর বিশ্বগুরু কনসেপ্ট কিন্তু একাকার হয়ে গেছে!

সরকার গত এক বছর ধরে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করে গেছে মোদীই বিশ্বগুরু, কিংবা বিশ্বগুরুই মোদী। মানুষ সেটা অনেকটা বিশ্বাসও করেছে, বিবিসিকে বলছিলেন মি চতুর্বেদী।

সারা বছর জুড়ে জি২০র বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক যেহেতু ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজন করা হতে থাকে, সেই সিদ্ধান্তটাও এই ভাবনাকে দেশময় ছড়িয়ে দিতে খুব সাহায্য করেছিল।

এমন কী জোটের পর্যটন গ্রুপের একটি বৈঠক ফেলা হয়েছিল ভারতশাসিত কাশ্মীরের শ্রীনগরেও, যার মাধ্যমে ভারত এটাই দেখাতে চেয়েছিল যে আন্তর্জাতিক বিশ্বও এখন স্বীকার করে কাশ্মীর কোনও বিতর্কিত ভূখন্ড নয় - বরং ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ফলে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের প্রভাবপ্রতিপত্তি যে অনেক বেড়েছে, দেশের সাধারণ মানুষও সে কথা এখন বিশ্বাস করছেন।

মার্কিন গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চের সাম্প্রতিক এক জরিপেও এই বক্তব্যের সত্যতা মিলেছে, যেখানে দেখা গেছে ৬৮ শতাংশ ভারতীয় এখন বিশ্বাস করেন বিশ্বমঞ্চে ভারতের মর্যাদা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে।

আমজনতার এই 'ফিল গুড' ফ্যাক্টর ও জাতীয়তাবাদী গর্ববোধ মাসকয়েক পরের সাধারণ নির্বাচনেও নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর দল বিজেপিকে বাড়তি সুবিধা এনে দিতে পারে বলে অনেকেই ধারণা করছেন।

ভারতেরজি২০ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক সাময়িকী 'দ্য ইকোনমিস্ট' এ সপ্তাহে তাদের একটি নিবন্ধের শিরোনাম করেছে 'রিসাউন্ডিং সাকসেস অব ইন্ডিয়া' - অর্থাৎ ভারতের জন্য এ এক অভূতপূর্ব সাফল্য! তারা বলছে, ১৯৪৭এ স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল ফোকাস ছিল দুনিয়ার গরিব দেশগুলো, যাকে সাধারণভাবে 'তৃতীয় বিশ্ব' বলা হত।

কিন্তু ভারত এখন বিশ্বের উদীয়মান ও স্বল্পোন্নত অর্থনীতিগুলোর প্রতিভূ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে চাইছে এবং সেই লক্ষ্যে জি২০র প্রেসিডেন্সি তাদের খুবই সাহায্য করেছে।

বস্তুত এ বছরের গোড়ার দিকে বিশ্বের এধরনের প্রায় সোয়াশো দেশকে নিয়ে ভারত একটি 'গ্লোবাল সাউথ' সামিটেরও আয়োজন করেছিল, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভাষণ দিয়েছিলেন।

'দ্য ইকোনমিস্ট' মনে করছে, জি২০ সামিটের পর এই গ্লোবাল সাউথের নেতৃস্থানীয় কন্ঠস্বর হিসেবে ভারত উঠে আসতে পারবে।

বিশেষত দিল্লির সামিটে যেহেতু মূলত ভারতের উদ্যোগেই আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি টোয়েন্টি জোটের নতুন সদস্য হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাই ওই মহাদেশেও ভারতের গুরুত্ব বাড়বে বলে পর্যবেক্ষকরা ধারণা করছেন।

সিএনএনও লিখেছে, জি২০ আসলেই 'মোদীর জন্য ঝলসে ওঠার একটা চমৎকার সুযোগ!' তাদের মতে, নরেন্দ্র মোদী যেভাবে ভারতকে 'আধুনিক সুপারপাওয়ার' হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছেন, সেখানে প্রথমে ভারতের চন্দ্রযানথ্রির সাফল্য এবং তার পর পরই একটি বিশাল মাপের আন্তর্জাতিক সম্মেলন সফলভাবে করে দেখানো খুবই সাহায্য করবে।

ভারত চলতি বছরেই বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হিসেবে চীনকে ছাপিয়ে গেছে। এছাড়া বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতিগুলোর মধ্যে ভারতেই প্রবৃদ্ধির হার এখন সবচেয়ে বেশি।

ঠিক এই সময়েজি২০র প্রেসিডেন্সির পদ ভারতের জন্য দারুণ একটা সুযোগ হয়ে এসেছিল - যেটাকে খুব ভালভাবে কাজে লাগানো হয়েছে বলে পর্যবেক্ষকরা অনেকেই মনে করছেন।

ঐকমত্য গড়ায় সাফল্য

জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজনে ভারতের কাছে সম্ভবত সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সদস্য দেশগুলোর সবার সম্মতিক্রমে একটি 'যৌথ ঘোষণাপত্র' (দিল্লি ডিক্লারেশন) জারি করা।

বস্তুত গত এক বছর ধরে জোটের বিভিন্ন বৈঠকেই দেখা গেছে ইউক্রেন সঙ্কট বা জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ইস্যুতে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে মতবিরোধের কারণে কোনও সর্বসম্মত বিবৃতি দেওয়া যায়নি।

বেশির ভাগ বৈঠকের পরই যেটা জারি করা হত তাকে বলা হত 'আউটকাম ডকুমেন্ট' - তাতে যেমন কোন কোন বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে সেটা বলা থাকত, তেমনি কারা কোথায় আপত্তি জানিয়েছে সেটাও উল্লিখিত থাকত।

কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় দিল্লির 'ভারত মন্ডপম' সভাস্থল থেকে যেহেতু 'একশো শতাংশ সর্বসম্মতি'র ভিত্তিতে একটি যৌথ ঘোষণাপত্র জারি করা সম্ভব হয়েছে - তাই দেখা যাচ্ছে ঐকমত্য গড়ার সেই কঠিন পরীক্ষাতেও ভারত উতরোতে পেরেছে।

দিল্লির অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ফেলো অধ্যাপক হর্ষ ভি পন্থ বিবিসিকে বলছিলেন, বৈশ্বিক রাজনীতিতে ফল্টলাইনগুলো এখন এতটাই প্রকট যে দিল্লিতে যদি কোনও যৌথ ঘোষণাপত্র জারি করা সম্ভব না ও হত তাহলেও ভারতকে দোষ দেওয়া যেত না।

কিন্তু তারপরও যে রাশিয়া, চীন, আমেরিকা বা ব্রিটেনের মতো দেশগুলোকে কাছাকাছি এনে একটা ঘোষণাপত্রে ভারত সবাইকে রাজি করাতে পেরেছে সেটাকে তিনি 'বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য' হিসেবেই দেখতে চান।

ভারতের আর একটি নামী থিঙ্কট্যাঙ্ক তক্ষশীলা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক কাজরী কমলও মনে করেন, আন্তর্জাতিক স্তরে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় ভারতের মুন্সিয়ানারই প্রমাণ দিল এই জি টোয়েন্টি সামিট।

বিশ্বের ইস্ট আর ওয়েস্ট (পূর্ব ও পশ্চিম), কিংবা হালের নর্থ ও সাউথের (উত্তর ও দক্ষিণ) মধ্যে সেতুবন্ধনের কঠিন কাজটা যে ভারত করে দেখাতে পারছে, আমি মনে করি সেটাই এই সামিট থেকে তাদের সবচেয়ে বড় অর্জন, বলছিলেন তিনি।

জি২০ সামিটের আয়োজনকে ভারতের ইতিহাসে একটি মাইলফলক করে তুলতে নরেন্দ্র মোদী কোনও চেষ্টাই বাকি রাখেননি। এখন এই সম্মেলন তাঁকে দেশের ইতিহাসে কীভাবে জায়গা করে দেয়, দেখার বিষয় সেটাই।

ম্যাক্রঁ'র ঢাকা সফরে অস্ত্র, স্যাটেলাইট ও বিমান ক্রয়সহ যেসব বিষয় গুরুত্ব পাবে

প্যারিস (এজেন্সী) ঃ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ দ্বিপাক্ষিক সফরে ঢাকায় আসছেন এবং উভয় পক্ষ আশা করছে তাঁর এ সফরের সময় দু'দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আলোচনা হবে। সফরকালে বাংলাদেশের জন্য দ্বিতীয় স্যাটেলাইট বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হতে পারে। এর বাইরে অস্ত্র, উড়োজাহাজ ক্রয় এবং ইন্দো প্যাসিফিক ইস্যুতে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে। ঢাকায় ফরাসি দূতাবাস তাদের ফেসবুক পাতায় বলেছে প্রেসিডেন্টের এই সফরে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রকল্প এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও বলেছে, এই সফর দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে এক 'নতুন উচ্চতায়' নিয়ে যাবে।

ঢাকায় কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ফরাসি প্রেসিডেন্টের এই সফর কয়েকটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রান্স বাংলাদেশে সমরাস্ত্র বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টা করছে অনেক দিন ধরে। দেশটি মিলিটারি হার্ডওয়্যার শিল্পেও বেশ প্রভাবশালী। যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িংয়ের আধিপত্য কমাতে বাংলাদেশে বিমান বহরের জন্য এয়ারবাস কোম্পানির উড়োজাহাজ কেনার কথা বিবেচনা করছে বাংলাদেশ সরকার।

অন্যদিকে ভারত মহাসাগরকে ঘিরে ফ্রান্সের আলাদা কৌশলগত স্বার্থ রয়েছে এবং এ অঞ্চলে দেশটির সামরিক উপস্থিতিও আছে। দেশটি

এখন চাইছে এ অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আরও নিবিড় করতে।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির বলছেন ফরাসিরা ব্যবসা ও ভূকৌশলগত বিষয়ে সবসময় বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকে।

প্রেসিডেন্ট নিজেই যেহেতু আসছেন তাই সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে আলোচনা হবেই। আমার ধারণা সেটি ব্যবসায়িক বিষয়ই হবে। ব্যবসার জন্য ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সরাসরি ভূমিকা রেখে থাকেন, বলছিলেন তিনি।

আর যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের সাবেক হাইকমিশনার মোঃ আব্দুল হান্নান বলছেন, ফ্রান্স ইউরোপের প্রভাবশালী একটি দেশ এবং ভূকৌশলগত ও ভূঅর্থনৈতিক বিবেচনায় ফরাসি প্রেসিডেন্টের এ সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ফ্রান্সের গুরুত্ব দেয়ার প্রমাণই হলো দেশটির প্রেসিডেন্টের সফর। আশা করা হচ্ছে ২০৪০ সালের মধ্যে বিশ্বের বড় ২২টি অর্থনীতির একটি হবে বাংলাদেশ। সঙ্গত কারণেই ফ্রান্স প্রযুক্তি ও ব্যবসার নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে কাজ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এ কারণে শীর্ষ পর্যায়ের এ সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে, বলেন মি. হান্নান। ঢাকায় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট২ উৎক্ষেপণের বিষয়ে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে এ সফরে। এটি হবে একটি আর্থ অবজারভেটরি ভূউপগ্রহ কেন্দ্র যার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থলভাগ ও জলভাগ পর্যবেক্ষণ সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ হয়েছিলো ২০১৮ সালের ১৯শে মে যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে। এটিও নির্মাণ করেছিলো ফরাসি একটি প্রযুক্তি কোম্পানি।

এছাড়া এয়ারবাস কোম্পানি থেকে উড়োজাহাজ কেনার বিষয়ে উভয় দেশের কর্মকর্তারা আলোচনা করছেন।

যুক্তরাষ্ট্র ২০২১ সালে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পর থেকে দেশটির সাথে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপড়েনের মধ্যেই চলতি বছরের শুরুতে ফ্রান্সের এয়ারবাস কোম্পানি থেকে দশটি উড়োজাহাজ কেনার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং থেকেও নতুন উড়োজাহাজ কেনা অব্যাহত রাখার বিষয়েও চাপ আছে। এমন পরিস্থিতিতে ফরাসি প্রেসিডেন্টের এ সফরে বিষয়টি আলোচনায় আসবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

২০২১ সালে শেখ হাসিনার ফ্রান্স সফরের সময়ে একটি প্রতিরক্ষা সহযোগিতার সমঝোতা পত্রে স্বাক্ষর করেছিলো বাংলাদেশ ও ফ্রান্স। দেশটি অনেকদিন ধরেই বাংলাদেশে সমরাস্ত্র বিক্রি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে।

বাংলাদেশও 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' এর মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী আধুনিকায়নের কাজ শুরু করেছে। এসব নিয়ে আলোচনার জন্য ২০২১ সালে শেখ হাসিনার ফ্রান্স সফরের আগে ২০২০ সালের মার্চে দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রীও ঢাকায় এসেছিলেন যার মূল লক্ষ্য ছিলো বাংলাদেশের কাছে রাফাল জঙ্গি বিমান বিক্রির প্রস্তাব তুলে ধরা। সমরাস্ত্র হোক আর এয়ারবাস হোক তাদের মূল ফোকাসই থাকবে ব্যবসা। আর মনে রাখতে হবে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে ফ্রান্সের স্বতন্ত্র সামরিক উপস্থিতি আছে। অর্থাৎ এ অঞ্চলটি তাদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই ফ্রান্স চাইবে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক আরও উন্নত করতে,' বলেন সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির।

ঢাকার কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছেন জি২০ সামিট থেকে ঢাকায় আসার যে সিদ্ধান্ত ফরাসি প্রেসিডেন্ট নিয়েছেন তার রাজনৈতিক গুরুত্বও আছে। বিশেষ করে নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র যখন নানা ইস্যুতে ক্রমাগত চাপ তৈরি করছে। উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর জোট ব্রিকস এর বিষয়েও আগ্রহ রয়েছে ফ্রান্সের।

অন্যদিকে পশ্চিমা সরকার প্রধানদের মধ্যে একমাত্র ফরাসি প্রেসিডেন্টই চীন সফর করেছেন। চীন আবার বাংলাদেশের নানা প্রকল্পে ব্যাপকভাবে জড়িত। এমন পরিস্থিতিতে ফরাসি প্রেসিডেন্টের ঢাকার সফর নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে 'যুক্তরাষ্ট্রের কারণে তৈরি হওয়া অস্বস্তি' কাটাতেও সহায়তা করবে বলে আশা করছে সরকারি সূত্রগুলো। যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের সাবেক হাইকমিশনার মোঃ আব্দুল হান্নান বলছেন ভূকৌশলগত ও ভূঅর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার গুরুত্ব তৈরি করতে পেরেছে বলেই ফরাসি প্রেসিডেন্ট এ সফরে আসছেন।